হোমিওপ্যাথিক

গৃহ-সখা।

শ্রীমন্মথনাথ দত্ত প্রণীত।

১৩ নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩৯ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন

নূতন বাল্মিকী যন্ত্রে

শ্রীউদয়চরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

আরম্ভ।

সভ্য জগতে যতই শিক্ষার বিকাশ হইতেছে হোমিওপ্যাথি মহাত্মা হানিমানের অদ্ভূত শিক্ষার নেতা হইয়া ততই লোকের চিন্তাকর্ষণ করিতেছে। ফলতঃ একথা আজ কাল আর কাহাকেও বলিতে হইবেনা যে অনেক ব্যায়রাম হোমিওপ্যাথি দ্বারা অদ্ভূত আরোগ্য হয়। ওলাউঠার বিভীষিকায়, বসন্তের প্রাদুর্ভাবে হোমিওপ্যাথিকের যে, আশ্চর্য্য শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সাধারণে যাহাতে সহজ উপায়ে সমুদয় উৎকট এবং সচরাচর স্থায়ী ব্যাধি চিকিৎসা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।

সূচীপত্র।

শিশু চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক।

গৃহ-সখা।

সূচনা।

সাধারণ স্বাস্থ্য ও ঔষধ প্রয়োগ।

শরীর থাকিলেই ব্যায়রাম একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই জন্যই সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"। সর্ব্ব শরীর ভাল না থাকিলে, দেহ পুষ্ট না থাকিলে জগতে কোনরূপ কার্য্য করা যায় না। যাহাতে এই শরীর সুস্থ ও সবল রাখিয়া জগতে নানাবিধ কার্য্য করিয়া খ্যাতি সম্পদ সম্পন্ন হওয়া যায় এ বিষয় সকলেই করিতে ইচ্ছা করেন। লোক যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া সংসার, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজনকে অকূল দুঃখনীরে ভাসাইয়া যায়, তাহার একমাত্র মূলীভূত কারণ যে তাহারা স্বাস্থ্য রক্ষার যাবতীয় নিয়মাদি প্রতিপালন করে নাই। ইউরোপের একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন "যে প্রকৃতির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে, প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া বিরত থাকে না"। এই সত্যের একটী অনন্ত অর্থ আছে। কথাটী সহজভাবে বুঝিলে চলে না ইহাকে একটু কার্য্যতঃ চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইতে

হইবে। সাধারণ কথা যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি ভঙ্গ করিলে, সেই পাপে যথেষ্ট শাস্তি পাইতে হয়। শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে, হাত পা অবশ হইয়া যায়, জগতে কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। ভবিষ্যদজ্ঞানশূন্য যুবকগণ সামান্য পার্থিব সুখ-পরবশ লইয়া সামান্য ইন্দ্রিয় পরিসেবনের জন্য যে কতরূপে নিজের শরীরের অন্যায় ব্যবহার করেন তাহা ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নয়। যুবকগণ দেশের আশা, যুবকগণ দেশের শিরোভূষণ এবং তাঁহারাই ভাবী উন্নতির বীজ—তাঁহারা এইরূপে শরীরের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া দেশময় অমঙ্গল বিস্তার করিলে মনে বড় কষ্ট হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম সকলেরই জানা উচিত এবং সেই সমুদয়গুলি আমরা সংক্ষেপে বলিব।

অনেক যুবক স্বীয় পাপপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্তি করিতে যাইয়া নানাবিধ পীড়া গ্রস্থ হইয়া পড়ে অথচ পাপ গোপন করিয়া রাখিবার জন্য আর একটী পাপ করিয়া থাকে। এই পাপটী সামান্য নহে—ইহার জন্য তাহাকে আজীবন কষ্ট পাইতে হয়, ইহার জন্য সন্তানাদি চিরকাল পিতার পাপের ফলভোগ করে, ইহার জন্য অবলা স্ত্রী স্বামীর কুচ্চরিত্রের ফলভোগ করে। যাহাতে যুবকগণ নিজের পাপ গোপন রাখিয়া অথচ পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন তাহাই আমরা এই পুস্তকে বলিতেছি।

শরীরে পীড়া হইলেই তাহার মূলোৎপত্তি করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য অবং সেই ব্যায়রাম সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া যাহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয় এরূপ করিতে সকলেরই যত্নবান

হওয়া আবশ্যক। যদি বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা ব্যায়রাম উপশমিত হয় তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই কারণ অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে শরীর প্রায়ই খারাপ হইয়া যায়। ঔষধের সহিত আহারাদির তাদৃশ কার্য্য না হইলে ব্যায়রাম সম্পূর্ণরূপে সারে না। সুতরাং ঔষধের সহিত পথ্যাপথ্যের বিবেচনা করা প্রত্যেকরই উচিত।

আহার—যে সমুদয় খাদ্য বলকারক, শোণিতসঞ্চারক, অথচ সামান্য সময়ে পরিপাক হয় তাহাই খাওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। মাংস ভক্ষণ করিলে এই সমুদয় কার্য্য হইয়া থাকে। অনেকেরই মনে ভুল বিশ্বাস আছে যে মাংস জীর্ণ হইতে অধিক সময় আবশ্যক হয়—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। মাংস যদি খুব মশলা দিয়া রান্না করা হয় তাহা হইলে জীর্ণ হইতে অধিক সময় আবশ্যক হয় বটে। শরীরের পক্ষে এরূপ মাংস আহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে। বেশী মশলা দিয়া মাংস রান্না করা কোন মতেই উচিত নহে। জীবিত মৎস আহার করিলে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি হয় এবং শরীরে শোণিত সঞ্চারিত হইতে থাকে। দুগ্ধ সেবন করিলে শরীরের শোণিত বৃদ্ধি হয় এবং শরীর সবল ও পুষ্ট হয়। ঘৃত ব্যবহার করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। সংক্ষেপতঃ আহার সমন্ধে এই একটী সাধারণ সূত্র সকলের মনে রাখা উচিত যে যেসমুদয় সামগ্রী বলকারক ও শোণিতসংস্কারক তাহাই আহার করা উচিত।

শয়ন—শয়ন গৃহের জানালা, দরজা ইত্যাদি অনবরত খুলিয়া রাখা উচিত। এমন স্থানে শয়ন করা কর্ত্তব্য যে যেখানে শুইলে বাতাস শরীর অতিক্রম করিয়া যায় না। অর্থাৎ এক পার্শ্বের সন্মুখ সংলগ্ন জানালাদ্বয় খুলিয়া রাখিয়া আর এক পার্শে

শয়ন করা উচিত। বিছানার চাদর প্রায়ই দুই তিন দিন অন্তর ধুইয়া দেওয়া উচিত কারণ ঘাম লাগিয়া ঐ চাদর এক প্রকার বিষমাখা হইয়া যায়।

স্নান—নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে স্নান করা বিধি, কারণ শরীর হইতে যে সমুদয় বিষময় পদার্থ বাহির হইয়া লোম কূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা তদ্দারা শীঘ্র শীঘ্র দূরীভূত হয়। এক মিনিট হইতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নান করা উচিত। শীতল পরিচ্ছন্ন জলে স্নান করাই সর্ব্বস্থলে বিধি। যে গ্রামে পরিষ্কৃত জল পাওয়া দুর্ঘট সেখানে উষ্ণ জলে স্নান করা উচিত। কিন্তু সেই উষ্ণজল যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভালরূপে শীতল না হয় ততক্ষণ তাহাতে স্নান করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ তপ্ত উষ্ণ জলে স্নান করিলে শরীরের চর্ম্ম নষ্ট হইয়া নানাবিধ চর্ম্ম রোগ উৎপাদিত হইতে পারে।

স্নান করিবার সংক্ষেপ বিধি—প্রথমতঃ গামছা ভিজাইয়া সমুদয় শরীরে লেপন করা উচিত, তাহার পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সমুদয় মুছিয়া তৈল প্রয়োগ করিয়া পুনরায় ভাল করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। ভিজা গামছা দিয়া গা মুছিয়া ফেলিলে প্রায়ই দেখা যায় যে এক রকম শতন্ত্র বাষ্পীয় পদার্থ লোমকূপ হইতে বহির্গত হইতে থাকে। এইটী এক রকম বিষ বলিলেও অত্যুক্তি নহে সুতরাং ইহা অপনয়ন করিয়া তৈল প্রয়োগ করা উচিত নতুবা লোমকূপ বদ্ধ হইয়া নানারকম পীড়া উৎপাদিত হইতে পারে।

ভ্রমণ—শরীর সঞ্চালিত না হইলে কোন ক্রমেই পুষ্টাঙ্গ হয় না, সুতরাং শরীর ভাল রাখিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের ভ্রমন ও শরীর সঞ্চালন ইত্যাদির প্রতি বিশেষ যত্নবান

হওয়া আবশ্যক। প্রত্যহ সকাল বেলা এবং সূর্য্য অস্তগত হইলে বাহিরে দুই ঘণ্টা বেড়ান উচিত; তাহা দ্বারা পবিত্র বায়ু শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দূষিত বায়ু দূর করিয়া শারীরিক অবস্থা উন্নত করিয়া তুলে। ব্যায়াম ইত্যাদি শরীরের পক্ষে খুব উপকারী বটে কিন্তু অনেক স্থলে অপকারও করিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহাদের মাথার ব্যায়রাম কিম্বা ফুসফুস ইত্যাদির ব্যায়রাম আছে তাহাদিগের পক্ষে এরূপ ব্যায়রাম কোন মতেই স্বাস্থ্যকর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যাহাদিগের মাথার ব্যায়রাম আছে তাহা দিগের পক্ষে অশ্বারোহণ খুব উপকারী। যাহাহউক শারীরিক দুর্ব্বল কিম্বা সবল কিম্বা যে কোন ব্যাধিগ্রস্থ সকলের পক্ষেই মৃদু মৃদু ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। এবং এই ভ্রমণ দ্বারা শরীর ক্রমশ ভাল হইতে থাকে।

বস্ত্র—অনবরত পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য, কারণ ময়লাযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে লোমকূপ সমুদয় বন্ধ হইয়া নানাবিধ ব্যায়রামের কারণ হইতে পারে। পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব আবশ্যকীয় ইহা অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে। দুই তিন দিন পরে অন্ততঃ এক সপ্তাহ পরে বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধৌত বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শরীর ভাল থাকে এবং শরীর মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করে না।

পান—পরিস্কৃত এবং প্রবাহিত জল পান করাই সচরাচর কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে নদীর জল পাওয়া যায় না, কিম্বা যে দেশে ম্যালেরিয়া জ্বর সে প্রদেশে জল প্রথমতঃ গরম করিয়া কোন প্রকার ঠাণ্ডা কিম্বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া পরে

শীতল হইলে সেবন করা উচিত। কোনরূপ মাদক দ্রব্য পান করা উচিত নহে। মাদক দ্রব্য প্রায়ই শরীরের পক্ষে অপকারী এরূপ ব্যবহার ক্রমাগতঃ করিতে আরম্ভ করিলে শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে এবং সহসাই মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করে।

ব্যায়রাম দুর্ঘট না হইতে হইতে কোনরূপ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত; যদি নিজে চিকিৎসা শিক্ষা করা যায় তাহা হইলে তাহাও প্রয়োগ করিয়া অনেক কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক ব্যায়রাম হইলে ঔষধের মাত্রা বুঝিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করা উচিত।

আমরা এই পুস্তকে যে সমুদয় ঔষধাদি ব্যায়রামের জন্য ব্যবস্থা করিলাম তাহা হোমিওপ্যাথিক মতে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদির মূল্য অতি সামান্য এবং রীতিমত ব্যবহার করিলে অতীব আশ্চর্য্য ফল হইয়া থাকে। যিনি নিজে একটু যত্ন করেন তিনিই সামান্য পরিশ্রমে এই মতে সমুদয় ব্যায়রাম এক প্রকার সামান্য রূপে চিকিৎসা করিতে পারেন। সামান্য ব্যায়রামের জন্য চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া এই ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে উপকার হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

যে সমুদয় ঔষধি প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে এবং যাহা প্রত্যেক গৃহীরই সচরাচর আবশ্যকীয় তাহাদের নাম ও মিশ্র-গুণের (Dilution) তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঔষধের নাম।	মিশ্রগুণ (Dilution)।
একোনাইট্	৩
আর্সেনিক্	৬
আর্নিকা	৩

ঔষধের নাম।	মিশ্রগুণ (Dilution)।
বেলাডোনা	৩
ব্রাওনিয়া	৩
কেমোমিলা	৩
চায়না	৩
সিনা	৩
কোফিয়া	৩
কোলোসিন্থ	৩
ড্রসিরা	৩
ডল্‌কেমারা	৩
হেপার সলফার্	৬
ইগনেসিয়া	৬
ইপিকে কিউয়েনা	৩
মার্কিউরিয়ম্	৬
নক্সভমিকা	৩
ওপিয়ম্	৩
ফস্ফোরস্	৩
পলসেটিলা	৩
রসটক্স	১
স্পঞ্জিয়া	৩
সলফার	৬
ভেরাটম্	৩

এই সমুদয় ঔষধ রীতি মত প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে পারিলে সমধিক উপকার হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

ঔষধ কি প্রকারে জলের সঙ্গে মিসাইয়া খাইতে হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

এক কাঁচ্চা কিম্বা এক চামচা জলে এক ফোঁটা আরক মশাইয়া সেই জল টুকু খাইতে হয়। বটীকা বা ক্ষুদ্র বটীকা হইলে তাহাতে হাত না দিয়া কাগজের উপর লইয়া মুখে দিয়া গিলিয়া ফেলা উচিত, কিম্বা অর্দ্ধ গ্লাশ জলে ঐ এক বটীকা দিয়া পরিস্কার চামচায় ঢালিয়া এক এক চামচা করিয়া পান করা যুক্তি সঙ্গত। আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কিম্বা পরে ঔষধ সেবন করা উচিত। ঔষধ সেবন করিয়া কোন প্রকার মসলাদি (লঙ্কা মরীচ ইত্যাদি) খাওয়া কোন মতেই যুক্তি যুক্ত নহে।

ঔষধগুণ-সংগ্রহ।

CONCISE METRIA MADICA.

১। একোনাইটাম্ নেপেলাস্।

(Aconitum Napellus.)

এই ঔষধটীকে হোমিওপ্যাথিকের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রয়োগ—সকল প্রকারের জ্বরভাব ও প্রদাহ বিশিষ্ট রোগের প্রারম্ভেও স্থিতিকালে; তৃষ্ণা, শরীর উষ্ণ, শীত এবং কম্প, মধ্যে মধ্যে জ্বালা, দৃঢ় এবং দ্রুত নাড়ী, অস্থির উদ্বিগ্ন, মুখরক্ত বর্ণ, বেদনা, কষ্টকর ও শীঘ্র গতি শ্বাস প্রশ্বাস; জ্বর বিশিষ্ট গুৎ

কাশী ; উষ্ণ, লাল ও অল্প মূত্র প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া এই একোনাইট প্রয়োগ করিলে খুব কার্য্য হইয়া থাকে।

সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় ইহা খুব উপকারী, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নিয়মিত করান পক্ষে একোনাইটের তুল্য আর কিছু নাই।

২। আর্ণিকা মণ্টেনা।

(Arnica Montena)

প্রয়োগ।—আঘাত জন্য রোগে, চর্ম্ম টনটন করিলে, আক্ষেপ ও শির ধরা, দাঁত কপাটি, রক্তপাত, রক্ত বমন এবং পতন প্রভৃতি অন্যান্য রোগে ; শিকার ও রেলওয়ে প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনায় চোট লাগিলে ও কোন ক্ষত না হইলেও ; অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা অনুভূত হইলে। মস্তিষ্কে চোট লাগিলে।

বাহ্য প্রয়োগ।—কালশিরা ফুলা, কেটে যাওয়া, হাড় ভাঙ্গা, স্তনাগ্র ভাগে ক্ষত ও দাঁত কেটে দেওয়ার পর ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়। আঘাত বা পতন জন্য কোন স্থানে থেঁতলিয়া গেলে, ঘা স্ফীত এবং দৃঢ় হইলে আর্ণিকার বাহ্য প্রয়োগ করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়।

ডাক্তার রডাক বলেন, দশ ফোঁটা হইতে কুড়ি ফোঁটা আর্নিকার অমিশ্র আরক এক কাঁচ্চা পরিমাণ জলে দিয়া ক্ষতস্থান ঐ জলে ধৌত করিবে অথবা ঐ লোসনে নেকড়া ভিজাইয়া ঐ স্থানে সংলগ্ন করিবে, এবং শীঘ্র উঠিয়া কিম্বা শুষ্ক হইয়া না যায় এজন্য অন্য এক খানি পটি বাঁধিয়া রাখিবে।

৩। আর্সিনিকাম এলবম্।

(Arsenicum Album.)

ক্লেশকর সর্দ্দি, ক্ষয়কাস, ব্রনকাইটীস্ বা দীর্ঘ কাল-স্থায়ী কাসী, সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা নির্গমন, কষ্টকর ফুস্ফুস্ শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস; অতিশয় তৃষ্ণা এবং দুর্ব্বলতা সহ-কারে জ্বর; বিরাম জ্বর; টাইফড্; মলিন এবং অবসন্নাবস্থায় ওলাউঠার পতনাবস্থায়; উদর ও পাকস্থালীর কোন পীড়ায় রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে; জ্বালা যুক্ত বেদনা থাকিলে, বমন থাকিলে, জলবৎ সবুজ ও কাল জ্বালা-বিশিষ্ট দাস্ত হইলে। চর্ম্ম রোগে; পুরাতন এবং দুরা-রোগ্য জ্বালা, চুলকানি এবং রক্তপাত বিশিষ্ট ঘা, নানা-বিধ জলীয় রোগে আর্সিনিক খুব উপকারী।

৪। বেলাডোনা

(Belladona)

প্রদাহ বিশিষ্ট রোগে বেলাডোনা একোনাইটের সম-কার্য্যকারী; প্রদাহিত স্থান উজ্জ্বল, লাল, বেদনাযুক্ত, আলো এবং শব্দ অসহ্য ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে। প্রদাহ সহ চক্ষুর তারা বিস্তৃত ও আলোর দিকে দৃষ্টি করিতে ভীতি হইলে "একোনাইটের" পর কিম্বা তাহার সঙ্গে পর্য্যায় ক্রমে "বেলাডোনা" ব্যবহৃত হয়। রক্ত-বর্ণ এবং সঙ্কোচিত কণ্ঠ প্রদাহ; ধপ্ ধপ বেদনা যুক্ত দন্তশূল; আরক্তিম মুখমণ্ডল, গলা টাটানি, মস্তকে রক্তাধিক্য সঙ্গে সঙ্গে রগ টন টন রোগে বেলাডোনা খুব উপকারী।

৫। ব্রায়োনিয়া

(Bryonia.)

ফুস্ ফুস্ এবং ফুস্ ফুস্ আবরক ঝিল্লী প্রদাহে শুষ্ক এবং কঠিন কাসিতে; বক্ষ প্রাচীরের সর্দ্দি ও চুলকানি এবং বিধবৎ বেদনা। যকৃৎ এবং অন্ত্রের কার্য্য ব্যতিক্রম হইলে কোমর বেদনা গাঁটবাত, চালনাতে বেদনার বৃদ্ধি হয় এরূপ সকল প্রকার বাত রোগে, পৈত্তিক শীরঃপীড়া, বাতজ্বর ও পাণ্ডুরোগ ইত্যাদি; অপাক জনিত মুখে জল উঠা, পাকস্থালী চাপ কিম্বা কোন প্রস্তর খণ্ড পড়িয়াছে এরূপ বোধ, অন্ত্রের কার্য্য শিথিল জন্য কোষ্ট বদ্ধ রোগে খিট্ খিট ভাবে এবং স্ফূর্ত্তিহীন ভাবে ব্রায়োনিয়া অতীব উপকারী।

৬। ক্যাম্ফর (হোমিওপ্যাথিক কর্পূর)।

Camphor (Homeopathic.)

সর্দ্দির প্রারম্ভে অতিশয় কার্য্যকারী, এমন কি কয়েক মাত্রা সেবনেই রোগের নিশ্চয় আরোগ্য। শীত এবং কম্প, ওলাউঠার আরম্ভ মাত্র, প্রথম অবস্থায় স্নায়ু মণ্ডলী হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িলে; মূর্চ্ছা এবং শিরঃ ঘূর্ণন রোগে; উদর এবং হস্ত পদাদিতে খিল ধরিলেও অতিশয় দাস্ত হইলে; ইহা অনেক প্রকার উদ্ভিজ্জ বিষের প্রতি কারক ইহা দ্বারা মূত্র কৃচ্ছ্রতার উপশম হয়। সর্দ্দি এবং মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে ইহা প্রতি ক্রিয়া আনয়ন করে। ইহা ওলাউঠার প্রধান প্রতিষেধক। স্নায়বিক উত্তেজনা উপশম করে।

৭। কাস্থারিস্

(Cantheris.)

মূত্র যন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায়, কোমরে বেদনা, মূত্র কৃচ্ছতা, উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ প্রস্রাব, মূত্রাধারে বেদনা, মূত্রের স্বল্পতা এবং কোন নূতন রোগ জনিত মূত্রাবরোধ।

বাহ্য প্রয়োগ—অগ্নি কিম্বা অতিশয় উষ্ণ দ্রব দ্রব্যে কিম্বা মলমে দগ্ধ হইলে দশ ফোঁটা অমিশ্র আরক এক চামচা জলে লোসন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে। রোগের অব্যাহতি পরে কেশ উঠিয়া যাওয়া ও টাকপড়া রোগে কাস্থারিসের পমেটম অতিশয় উপকারী।

৮। কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্।

(Carbo Vegetabils)

পাক যন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া আহারের পর পাকস্থলী ভার বোধ, অম্বল ও বুক জ্বালা এবং পেট ফাঁপা। উদর জ্বালা, সঙ্কোচক বেদনা এবং অজীর্ণ খাদ্য বহির্গমন মলাশয়ে জ্বালা দাহ, অর্শ, কৃমি, দন্তশূল, স্পঞ্জের ন্যায় অথবা ঘা যুক্ত মাড়ী স্বর ভঙ্গ, পুরাতন নেমেল রোগ চক্ষু জ্বালা ও চুলকানি, জ্বালা বিশিষ্ট পচা ঘা এবং পারা ও কুইনাইনের দ্বারা অনিষ্ট হইলে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ ব্যবহার করিলে অতিশয় কার্য্য হইয়া থাকে।

৯। ক্যামোমিলা

(Chamomilla.)

শিশু এবং স্ত্রীলোক দিগের পীড়ায় স্নায়ু মণ্ডলী পিত্তকোষ এবং জরায়ু মণ্ডলীয় রোগে এই ঔষধ কার্য্যকারী; দন্তোদগমন

রোগ, অথবা বৃহৎ অন্ত্রে বেদনা জনিত মস্তক ভ্রমি, শিরঃ ঘূর্ণন রোগে নিউরেলজিয়া ছিঁড়ে যায় এরূপ বেদনা; দন্তশূল রাত্রিতে বৃদ্ধি, গণ্ড দেশ স্ফীত ও লাল, দাঁত বৃদ্ধি হইয়া যেন বাড়িয়া পড়ে, কষ্টকর দন্তোদগমন মাড়ীস্ফীত ও ব্যাথা যুক্ত, শিশু উত্তেজিত ও অস্থির ও শিরঃ ঘূর্ণন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে। শিশুগণের দন্তোৎগমন কিম্বা সর্দ্দি প্রযুক্ত জলবৎ কর্দ্দম সদৃশ সবুজ তরল দাস্ত, এবং দাস্ত হওয়ার পূর্ব্বে অতিশয় বেদনা থাকিলে, জ্বর, অস্থিরতা, অনিয়মিতরূপে রক্ত সঞ্চালন, এক গণ্ড উষ্ণ ও অপর গণ্ড শীতল, শিশুর সর্দ্দি জনিত কাশী, কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ; স্ত্রীলোক দিগের জননেন্দ্রিয়ের উপর এই ঔষধের অতি আশ্চর্য্য কার্য্য দেখা যায়। বাধক বেদনা এবং গর্ভাবস্থার অন্যান্য রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়; ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হেতু ও রোগী অতিশয় বোধ শীল বশতঃ বেদনা অসহ্যনীয় বোধ হইলে ক্যামমিলা উপকারী।

১০। চায়না।

(China.)

অতিশয় রক্ত পাত, উদরাময়, অধিক দিন দুগ্ধ পান ও অধিক পরিমাণ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য দুর্ব্বলতা, বিরাম জ্বর, রেচক, পারদ ব্যবহার, শুক্রপাত বশতঃ দুর্ব্বলতা, পালাজ্বরে চায়না বড় মহৌষধ। ঘর্ম জন্য দুর্ব্বলতা ও রাত্রি কালে অধিক পরিশ্রম, উদরাময় বিশেষতঃ গ্রীষ্ম কালীন উদরাময় বেদনাসহ কিম্বা বেদনা না থাকিয়া উদরাময় অজীর্ণ খাদ্য প্রযুক্ত এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট আটাবৎ পিত্ত সংযুক্ত মল নির্গত হইলে, ক্ষুধা মান্দ্য, পৈত্তিক স্বাদ পেট

কাঁপা। পাপাভ্যাস বশতঃ অনুপযুক্ত ইন্দ্রিয় উত্তেজিত শুক্রপাত হইয়া অতিশয় রোগী দুর্ব্বল ও স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়িলে চায়না অতিশয় উপকারী।

১১। সিনা।

(Cina.)

অন্ত্র ইহার মধ্যে কৃমি জন্মাহেতু উত্তেজিত হইয়া রোগ বিশিষ্ট হইলে হোমিওপ্যাথিক মতে সিনা দ্বারা আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ স্বপ্নের ন্যায় কৃমির উপদ্রবে নাসাগ্রভাবে কণ্ডুয়ন, দন্ত চর্ব্বন, আক্ষেপ, অতিশয় ক্ষুধা, এবং ক্ষুধা মান্দ্য, মলদ্বারে চুলকানি দাস্তে কৃমি বহির্গত, শয্যায় প্রস্রাব, উদরে অতিশয় বেদনা ও শিশুদিগের কাশী এবং কৃমি সম্ভূত কোন রোগ থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী।

১২। কফিয়া।

(Coffea.)

স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজনা এবং অসারতা বোধ; আনন্দ জনিত রোগ; শিশু দিগের ভীরুতা ও জাগিয়া পড়া, স্নায়বীয় দন্ত শূল; অসহ্য প্রসব বেদনা এবং প্রসবের পর বেদনা।

১৩। কুপ্রম্।

(Cuprum.)

স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ সমূহে, খিলধরা, মৃগী ও আক্ষেপ জন্য শিরঃঘূর্ণন, মুখের মলিনতা, অতিশয় দৌর্ব্বল্য।

১৪। ডালকামারা।

(Dulcamara.)

ঠাণ্ডা লাগিয়া এবং ভিজিয়া মস্তকে এবং মূত্রাধারেসর্দ্দি; শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময় ইত্যাদি নানা প্রকার রোগ চুলকনি এবং দংশনবৎ কণ্ডু এবং সর্দ্দির পরবর্ত্তী লক্ষণে ডালকামারা কার্য্যকারী, রাত্রিতে ঠাণ্ডা লাগিবা মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সর্দ্দি লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না।

১৫। হেপার সলফার।

(Hepar Sulphur.)

সলফার এবং কেলকেরিয়া এই উভয় ঔষধের মিশ্রই হেপার সলফার। সলফারের ন্যায় চর্ম্মের উপর এবং কেলকেরিয়ার ন্যায় গ্রন্থির উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এ উভয়ের কার্য্য হইতেও ইহার অন্যান্য ভিন্ন কার্য্য হইয়া থাকে। বায়ু মণ্ডলী প্রদাহিত রোগে ইহা ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ঘুংড়ী, কাশী ফুস্ ফুস্ শব্দ যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস; স্বর ভঙ্গ ময় কাশী; পুঁয নির্গত হয় এরূপ স্ফীত বিশিষ্ট গ্রন্থি। অধিক মাত্রায় পারা সেবন জন্য মুখ আনা।

১৬। ইপিকে কিউয়েনা।

(Ipecacuanha.)

নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং পরিপাক যন্ত্রের উপর এই ঔষধের প্রধান কার্য্য। আক্ষেপ জনক ও শ্বাস রোধ জনক কাশী, কণ্ঠ নালীতে যেন শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে, উদ্গার বমন রক্ত উঠা, নাসিকা হইতে

রক্তস্রাব, আক্ষেপ জনক ক্ষয়কাস, বিশেষতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি, হুপীং কাশি, পরিপাক যন্ত্রের রোগ, উদরাময় সহযোগে এবং উদরাময় না থাকিয়া বমনেচ্ছা কিম্বা বমন।

১৭। মার্কুরিয়াস্।

(Mercurius.)

পারা দুই প্রকার প্রথমতঃ।—

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্।—গ্রন্থী স্ফীত এবং পূঁজ হইলে গ্রন্থী সম্বন্ধীয় রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়; গলা টাটানি গলা স্ফীত হইয়া বেদনা, কষ্টকর গলাধ করণ, মুখ হইতে প্রচুর লাল নির্গত ও পারা গন্ধ বিশিষ্ট মুখের ঘা।

২য় মার্কিউরিয়াস্ করসাইভস্—অত্যন্ত কোঁতপাড়া বিশিষ্ট আমাশায়। উদরে জ্বালা থাকিলে এবং রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত মল-ত্যাগ। প্রস্রাবে অতিশয় জ্বালা এবং গরমি সম্বন্ধীয় কণ্ড নির্গমনে মারকিউরিয়াস্ অতিশয় উপকারী।

১৮। নক্সভমিকা।

(Nuxvomica.)

স্নায়ু মণ্ডলীর নিস্তেজাবস্থা বশতঃ পরিপাক কার্য্যের ব্যতিক্রম বিশেষতঃ মল ত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু মল ত্যাগ না হইলে কোষ্ঠ বদ্ধ কখন দাস্ত; কখন উভয়ই মুখে জল উঠা, বুক জ্বালা পেট ফাঁপা নুতন অজীর্ণ রোগে, শিরঃপীড়া, উদ্গার, আক্ষেপ জনক জ্বর কাস, অধিক মাত্রায় সুরাসার সেবনে মূত্রনালী সঙ্কোচ, মাদক সেবন, গুরুপাক খাদ্য, রাত্রি জাগরণ অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক

অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জনিত রোগে নকসভমিকা অতি উপকারী ঔষধ।

১৯। অপিয়ম্।

(Opium.)

অন্ত্রের পক্ষাঘাত, নিয়মিত কার্য্যের সঙ্কোচ হওয়া বশতঃ দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ; মূত্রাবরোধ, ঘামজ্বর, নিদ্রাবেশ, অমনোযোগিতা, অল্প মূত্রাবরোধ, শারিরীক ও মানসিক জড়তায় এই ঔষধ উপকারী।

২০। ফস্ফোরস্।

(Phosphorus.)

ফুস্ ফুস্ সম্বন্ধীয় রোগেই এই ঔষধ প্রধান কার্য্যকারী। শিশু দিগের ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, স্বর ভঙ্গ; শুষ্ককাশী, শ্লেষ্মা কখন কখন রক্ত বিশিষ্ট উদ্গারণ, পুরাতন কাশী, জ্বর কাস, উদরাময়; নির্জ্জীব অবস্থা বিশেষতঃ অধিক কামরিপু চরিতার্থ ও আত্ম বিকৃতি জনিত শুক্রক্ষয় বশতঃ দুর্ব্বলতায় ফসফোরস্ কেবল অতীব আবশ্যকীয়।

২১। পল্‌সেটীলা।

(Pulsatilla.)

শ্লৈষ্মিক অজীর্ণতা, উদ্গার এবং পিত্ত শ্লেষ্মা, তিক্ত ও অম্ল জল বমন, অতি অম্ল সুতার লুচি মাংস ক্ষীর প্রভৃতি গুরু পাক দ্রব্য আহারে অজীর্ণ হইলে।

২২। রস্ টক্স্কো ডিনড্রাম্।

(Rush Toxcodindrum.)

বাত রোগে এবং চর্ম্মরোগে এই ঔষধ প্রধান কার্য্যকারী।

বাহ্য প্রয়োগ।—মোচড়াইয়া যাওয়া, পোকাদির দংশন ও আঁচিল ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

২৩। সলফার।

(Sulphur.)

চর্ম্মের উপর এই শ্রেষ্ঠ ঔষধের খুব কার্য্য। চুলকানি বিশিষ্ট চর্ম্ম রোগে, চুলকাইলে সুস্থ বোধ ও শয্যার উষ্ণতার বৃদ্ধি বোধ হইলে বিশেষতঃ ব্রণ ইত্যাদিতে এই ঔষধ কার্য্যকারী; ইহা স্ফোটক নিবারক ও আরোগ্য কারক। প্রস্রাব ধারণা শক্তির হ্রাস পুরাতন প্রমেহ গর্ভাশয় নামিয়া পড়া, মলদ্বারে চুলকানি এবং জ্বালা, ফিতার ন্যায় ক্রিমি, অর্শ এবং পুরাতন কোষ্ঠ বদ্ধ রোগে এই ঔষধ কার্য্য কারী।

ওপিয়মের ন্যায় এই ঔষধ স্নায়বিক ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে, যাহাতে রোগের উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ মাত্র উপকার হয়।

প্রথম অধ্যায়।

প্রমেহ রোগ চিকিৎসা।

স্ত্রী ও পুরুষ জাতির মূত্র যন্ত্র হইতে পুঁষময় ক্লেদ নিঃসরণ হওয়াই প্রমেহ।

অপবিত্র স্ত্রী সঙ্গমের পর দ্বিতীয় দিবস হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কিম্বা দশ পনের দিনের মধ্যে ইহা প্রকাশ হইতে দেখা গিয়াছে।

লক্ষণ।—(১) মূত্র যন্ত্র বেদনাযুক্ত, সঙ্কুচিত ও স্ফীত হয়, সর্ব্বদা মূত্র পরিত্যাগ ইচ্ছা, প্রস্রাব কালীন অসহ্য যন্ত্রণানুভব এবং কখন কখন প্রদাহ যুক্ত বেদনা নিবর্দ্ধন মূত্রাধার মুখ সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়ায় মূত্র একেবারে বন্ধ।

(২য়) পুরুষাঙ্গ সর্ব্বদাই বিশেষতঃ রাত্রিকালে রোগীর অজ্ঞাতসারে খাড়া হয়, তখন রোগী অত্যন্ত যাতনা অনুভব করে।

(৩) পুরুষাঙ্গ মোটা ও সঙ্কুচিত হয়। (ফাইমসিস্) এবং তাহার নিম্নভাগে পুঁষ বশীভূত হওয়া প্রযুক্ত লিঙ্গাবরক ত্বক্ সঙ্কুচিত করা যায় না।

(৪র্থ) কুঁচকির শিরা সমুদয় টাটায়।

(৫) কোষ্ঠে প্রদাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন মুক্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় তখন উহাও স্ফীত হইয়া ফুলিয়া পড়ে এবং তৎ

প্রযুক্ত অতিশয় যন্ত্রণানুভব হয় এবং তাহার সঙ্গে বেদনা,স্ফীততা, জ্বর ও বমি হয়।

(৬) লিঙ্গাবরক চর্ম্ম উলটাইয়া লিঙ্গাধানের উপর সঙ্কোচিত হয় (পেরাফাইমসিস্) ঐচর্ম্ম সম্মুখে টানিয়া আনা অতীব কষ্ট কর। হইয়া উঠে এবং সেই জন্য ভয়ানক যাতনা অনুভূত হয়।

(৭) যখন পুঁয অধিক পরিমাণে নির্গত হয় অথবা একেবারে বন্ধ হইয়া যায় তখন জানু বা নাভির নিম্নস্থ অপর কোন গ্রন্থি বাত রোগাক্রান্ত হয় এবং ভয়ানক যাতনা,দৌর্ব্বল্য কঠিন স্ফীততা এবং জ্বর অনুভব হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক দিগের এ রোগ হইতে প্রায়ই দেখা যায় না।

রোগোৎপত্তিরকারণ।—স্ত্রীসঙ্গ কালে মূত্র যন্ত্রে কিম্বা লিঙ্গাগ্র ভাগে বিষ বিশেষ পতনদ্বারাই এই রোগ উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে স্ত্রী-জননন্দ্রিয়ের সর্ব্ব প্রকার ক্লেদ দ্বারা ইহার উৎপত্তি হইতে পারে, এবং ঐ ক্লেদের উগ্রতানুসারে প্রদাহের নুন্যাধিক্য হইয়া থাকে। সমুদ্র জলে স্নান, শারীরিক শ্রমাধিক্য, মাদক সেবন প্রভৃতি দ্বারাও ইহার উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে।

সাধারণ চিকিৎসা।

রোগের প্রারম্ভে।—একোনাইট, জেলসিমিনম্। সরক্ত পুঁয নির্গমনে কেনাবিস্, সেটাইভা। ঈষৎ লাল পুঁয নির্গমনে

প্রিট সেলিনম। বেদনা বিহীন সবুজ পুঁয নির্গমনে মার্কুরিয়স্। সাদা এবং সিরাস ক্লেদে সলফার। ঘন এবং দধিবৎ নির্গমনে কেপ্‌সি; ফের্‌মি;পল্‌স। মুত্র ত্যাগে কষ্ট ও কষ্টকর লিঙ্গোত্থানে ক্যাম্ফ। প্রস্রাবসহ রক্ত স্রাবে কেনাবিস, ক্যাম্ফ, পলস। লিঙ্গ নিম্ন দিকে বক্র হইলে একোন, ক্যাম্ফ, কেনাবিস. ক্যান্থারিস, মার্কুরিয়স, পলসেটিলা।

মূত্র প্রণালীর নিম্নস্থ বৃহৎ গ্রন্থী স্ফীত হইলে।—পলসেটীলা. থুজা, আরজিয়ম, মার্কুরিয়ম, নাইট্রিক এসিড।

আক্ষেপিক সঙ্কোচনে।—কেনাবিস, ক্যাম্ফ, মার্কুরিয়স। নক্সভমিকা, পলসেটিলা।

অস্বাভিক দৃঢ়তা সহকারে সংঙ্কোচন হইলে।—ক্লিমেটিস, পিট্রোল, সলফ, এগনাস পলসিটিলা রসটক্স।

(ফাই মোসিস, পেরাফাই মুসিস)—কেনাবিস, ক্যান্থারিস, সিনেবেরিস্ মার্কুরিয়স, পলসিটীলা, সলফর।

লিঙ্গাধার ও মূত্রধার প্রদাহ যুক্ত ও টাটানি সহকারে, অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে নাইট্রিক এসিড, সিনেবেরিস, এসিড-ফস, সলফার, থুজা, কেরাম. নেট্রম মিউর, সিপিয়া।

গুটীকার আকারের ক্ষত থাকিলে।—মার্কুরিয়স. সিনেবেরিস্।

বাগী উঠিলে।—মার্কুরিয়স্. সিনেবেরিস।

কোষ প্রদাহ।—পলসেটীলা, মার্কুরিয়ম, ক্লিমেটিস, নাইট্রিক এসিড।

চক্ষু প্রদাহ।—মার্কুরিয়স, নাইট্রিকএসিড, ইউফেসিয়া, বেলাডোনা, হেপার সালফার।

গেঁটেবাত।—ক্লিমেটিস, পলসিটীলা, কোপেবা, অরমে, হেপার সলফার, মেগনিসিয়া, থুজা।

প্রমেহের পুরাতনাবস্থায়।—সিপিয়া, নাইট্রিক এসিড, সিলিসিয়া, চায়না, ফেরম, হেপার, মার্কুরিয়স, সলফার, থুজা।

প্রমেহ স্রাব বশতঃ কোষ প্রদাহে।—ক্লিমেসটীস, পলসেটীলা।

মূত্র প্রণালী সঙ্কোচন।—কেনাবিস ক্লিমেটীস। মূত্রাশয়ের নিম্নস্থ বৃহৎ গ্রন্থী প্রদাহিত হইলে।—নাইট্রিক এসিড, পলসেটীলা, ফসফোরাস, সেলিনিয়ম, সলফার, থুজা।

আনুসঙ্গিক উপায়।—পরিমিত, উত্তেজনা শূন্য লঘুপাক দ্রব্য ভক্ষণ। ঘৃতপক্ক দ্রব্য পিষ্ঠক, পণির লবণাক্ত মাংস, চা, কাফি, বিয়ার, স্পিরিট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ, প্রচুর শীতল জল, যবের মণ্ড গঁদ চোয়ান জল, তিসি, ইসবগুল ও বিহিদানার সরবৎ প্রভৃতি জলীয় দ্রব্য পান বিধেয়। প্রস্রাবের অম্লরসে মূত্র যন্ত্রের প্রদাহ যুক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সকল টাটাইয়া উঠিতে না পারে। তজ্জন্য অম্ল নাশক ক্ষার গুণযুক্ত দ্রব্য সেবন করা উচিত। প্রদাহাবস্থায়, শারীরিক ব্যায়াম অনুচিত। কোষ যন্ত্রে প্রদাহ থাকিলে যতদূর সঙ্গত হেলিয়া বক্রভাবে অবস্থিতি করিবে। শারীরিক পরিশ্রম অপরিহার্য্য হইলে কোষ যন্ত্রে একটী পটী বন্ধন নিতান্ত আবশ্যক।

রোগীকে গরম বস্ত্র ব্যবহার করিতে দিবে না। রাত্রে মাংস

রের উপর শয়ন করাইবে। তাহার চিত হইয়া শয়ন করা অভ্যাস থাকিলে এরূপ কোন প্রকারে শয়ন করাইবে যাহাতে তাহার পৃষ্ঠের মাংস টান পড়িলে রোগী জাগিয়া উঠিবে। চিত হইয়া শয়ন বিশেষ অনিষ্টকর। শীতল জলে বা সমুদ্র জলে প্রাতঃস্নান, পরিমিত পান ভোজন এবং রোগের প্রবলাবস্থায়, নির্ম্মল বায়ু সেবন এবং পুষ্টিকর আহার নিতান্ত আবশ্যক।

প্রতিনিষেধ উপায়।—এই রোগ কখন কখন এত দুর্দ্দম্য হইয়া উঠে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে ইহার সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে কিন্তু রোগের সঞ্চার হইতে না হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলে পরবর্ত্তী (Secondary) রোগ সকল উপস্থিত হইতে পারে না, এবং এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিলে যে সমুদয় বিষময় ফল ঘটে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

প্রমেহ সম্বন্ধে প্রথমেই এই সতর্ক হইতে হইবে যে কোন প্রকারে পীচকারী প্রয়োগ না হয়; কারণ পীচকারী প্রয়োগে প্রমেহ স্রাব বন্ধ হইয়া কোষ প্রদাহ ও স্ফীতি এবং অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হয়। আহার সম্বন্ধেও যাহা উপরে বলা হইল তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অধিক বল করা একেবারে নিষিদ্ধ। অপবিত্র স্ত্রী সঙ্গমের পর উপদংশ স্পর্শ অনুভূত হইবামাত্র গরম জল দ্বারা পুরুষাঙ্গ ভাল রূপে ধৌত করিয়া ফেলিবে এবং মূত্রত্যাগ করিবে তাহা হইলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বিষ সংস্পর্শ হইয়া রোগোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অথবা উক্ত উপদংশ রোগগ্রস্থ স্ত্রী সঙ্গম করিবার পূর্ব্বে পুরুষাঙ্গে তৈল মাখিয়া নিলেও ঐ বিষ সংক্রামক হইবে না।

যদি প্রদর রোগাক্রান্ত স্ত্রী সহবাস সন্দেহ হয় তাহা হইলে মার্কারি ঔষধ সেবন না করিয়া প্রথমতঃ সলফার ঔষধ সেবনীয় এবং ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে কোন প্রকারে উত্তেজক সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না; এবং তৎপরিবর্ত্তে জল, বার্লী সরবত ইত্যাদি ঠাণ্ডা পানীয় সেবন করিলে অনেক পরিমাণে কষ্ট নিবারণ হইবে। প্রদাহ এবং জ্বর হইতে আরম্ভ হইলে মৎস্য মাংস একেবারে বর্জ্জন করিবে।

স্ত্রীলোক দিগের প্রমেহ।

স্ত্রীলোক দিগের প্রদর উপদংশ সম্ভূত নহে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে এজন্য তাহাদিগের সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে প্রমেহ স্রাব হইয়া থাকে। তাহাদিগের মূত্র প্রণালী খর্ব্ব এবং প্রশস্ত এজন্য ইহা পুরুষ দিগের ন্যায় স্ত্রীলোক দিগের তত কষ্টকর নহে। মূত্র প্রণালী মেহ স্রাবের মূল হইলে মূত্র দ্বারের চুলকানি যুক্ত বেদনা এবং ফোলা বর্ত্তমান থাকে, প্রস্রাবের বেগ প্রস্রাবকালীন দগ্ধবৎ জ্বাল এবং ইহার প্রদাহে বাহ্য জননেন্দ্রিয় এবং তৎ ওষ্ঠদ্বয় পর্য্যন্ত প্রদাহিত হয়। মূত্র দ্বারে কয়েক ফোঁটা পূঁয এবং কাপড়ে জন্দার আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের দাগ দেখা যায়, জননেন্দ্রিয়ে অঙ্গুলি প্রবেশ এবং উপরের দিক হইতে সম্মুখের দিকে হাত দিয়া চাপিলেও ঐরূপ পূঁজ নির্গত হয়। জননেন্দ্রিয়ের ওষ্ঠদ্বয় আক্রান্ত হইলে পুরুষ দিগের লিঙ্গাবরকের প্রদাহের ন্যায় প্রদাহিত হইয়া

থাকে। ইহার মধ্যবর্ত্তী দিক আটা, নীলাভাযুক্ত লাল, উজ্জ্বল ফুলিয়া কদাকার, ক্ষত দ্বারা আবৃত হয়, রক্ত ওষ্ঠ, অত্যন্ত অধিক ভারি, কালাভাযুক্ত লাল দৃষ্টয়মান হয়। প্রদাহ অধিক হইলে শয্যার উষ্ণতা অসহনীয় হইয়া উঠে, জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইতে থাকে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় প্রদাহ।—যদিও লেবিয়া আক্রান্ত হইয়াই সাধারণতঃ বাহ্য প্রমেহ উপস্থিত হয় তথাপিও বাহ্য প্রমেহ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় প্রদাহ সচরাচর অধিক হইতে দেখা যায়। যখন ইহা প্রবল হয় জননেন্দ্রিয়ে অতিশয় উত্তাপ অনুভূত হয়।

যদি জননেন্দ্রিয়ের বীর্য্যাধারাবরক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে অঙ্গুলী দ্বারা পরীক্ষা করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটীবৎ অনুভূত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্বাভাবিক হইতে অধিকতর বোধ হইয়া শ্লেষ্মা শূন্য হয় এবং ক্ষুদ্র গুটীবৎ লাল মাংস বদ্ধ অনুভূত হয়। রক্ত মিশ্রিত পূঁজ কটুতা প্রযুক্ত কাপড়ে জরদ দাগ লাগে এবং জরায়ু পর্য্যন্ত প্রদাহ বৃদ্ধি হইলে রোগ দুর্দ্দম্য হইয়া পড়ে। তৎপরে ঋতু ক্রীড়ার বৈলক্ষণ্য হইয়া অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—মূত্রমার্গে প্রদাহে কেনাবিস এবং থুজা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহির্যোনি প্রদাহে ব্রাইওনিয়া, মার্ক, সেবাইনা ও থুজা। যোনি প্রদাহে বেল, ক্রিয়োজোট, মার্ক, নক্স, পল্স ও সেবাইনা। জরায়ু প্রদাহে একোনাইট, ক্যাস্থ, ইগ্নি, কস, ও প্লিটীনা।

একোনাইট।—প্রস্রাব কালীন জ্বালা ও অতিশয় উত্তাপ সহ প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সর্ব্বদা ইহার আবশ্যক হইবে।

আর্সেনিক।—জ্বালা যুক্ত কর্ত্তক স্রাব, দাঁড়াইলে, স্রাব পড়া ও দুর্গন্ধ ময় পদার্থ নির্গত হইলে, কিম্বা আক্রান্ত ভাগ অতিশয় আরক্তিম থাকিলে।

অরমে।—আক্রান্ত স্থানে গুটী উৎপন্ন কিম্বা প্রসব কালীন বেদনা উপস্থিত হইলে।

বেলাডোনা।—যোনি হইতে শ্বেত শ্লেষ্মা নিসৃত হইলে ও তৎসঙ্গে যোনি মধ্যে, যোনির দ্বারে, উপরিভাগে তীক্ষ্ণ সূচ ফুটানবৎ বেদনা কিম্বা তলপেট হইতে সমস্ত পদার্থ বহির্গত হইবে এরূপ প্রবল টেনে ধরা, বেদনা অনুভূত হইলে।

ব্রাইওনিয়া।—স্রাব হ্রাস হইয়া পুণরায় বৃদ্ধি হইলে ও তৎসঙ্গে লেবিয়া স্ফীত ও কখন কখন স্ফীত স্থানে কৃষ্ণবর্ণ শক্ত গুটীকা উৎপন্ন হইলে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেনাবিস্।—প্রস্রাব কালীন লেবিয়ার মধ্যে কর্ত্তক বেদনা পুঁযদ্বারা মুত্র মার্গের মুখাগ্র বদ্ধ, যোনি স্ফীত ও প্রবল রমনেচ্ছা থাকিলে এই ঔষধ শ্রেয়স্কর।

ক্যান্থারিস্।—প্রচুর ক্ষীণকারী স্রাব, মুত্রগ্রন্থিতে বেদনা, পেলবিসে কষ্টকর যন্ত্রণা অনুভব, অবসন্নতা, পীড়, মলিন মুখশ্রী বর্ত্তমান থাকিলে।

ক্যামোমিলা।—যোনি হইতে হরিৎ বর্ণ জ্বালা কর

স্রাব কিম্বা যেন ক্ষত যুক্ত হইয়াছে এরূপ ঝাঝাল টনটনে বেদনা যুক্ত জলীয় স্রাব থাকিলে বিশেষ উপকারী।

ইগ্নেসিয়া।—জরায়ুতে অতিশয় খিলধরা বেদনা। রমণী-দিগের জননেন্দ্রিয়ে লিঙ্গের ন্যায় যে ক্লিটরিস নামক গ্রন্থী আছে তাহা স্ফীত হইয়া বিষাক্ত পুঁয স্রাব হইলে।

ক্রিয়োজোটাম।—রক্ত ঈষৎ, লাল, সবুজ বা সবুজ-যুক্ত সাদা, দুর্গন্ধময় স্রাব বিশেষ প্রাতে দুর্গন্ধ থাকিলে অথবা চুলকানি এবং বেদনা সহকারে স্রাব এবং পায়ের দুর্বলতা থাকিলে।

মার্কুরিয়স্।—পুঁয, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, অথবা সবুজ বর্ণ পূর্ববৎ স্রাব যাহা সহজে নির্গত না হওয়ায় জননেন্দ্রিয় মধ্যে অতিশয় কট কট বেদনা অনুভূত হয়।

নক্স ভমিকা।—জননেন্দ্রিয় হইতে বেদনা বিশীর্ণ জরায়ু শ্লেষ্মা স্রাব অথবা জ্বালা সহকারে পচা শ্লেষ্মা স্রাব, রতি ইচ্ছা অতিশয় প্রবল, জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি, কামড়ানি, ফুলা, সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা থাকিলে।

এসিড নাইট্রীক।—মাংসের ন্যায় রং বিশিষ্ট শ্লেষ্মা, জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে ফুলা, ভিতরে ঘা, উপরে পুঁজে ঢাকিয়া আছে এজন্য জ্বালা ও চুলকান বিশিষ্ট বেদনা থাকিলে।

ফস্ফোরাস।—লম্বাভাবে সমস্ত জননেন্দ্রিয়ে সিলাই বার মত বেদনা সহকারে, শ্লেষ্মা বা দুগ্ধবৎ স্রাবে এই ঔষধ পরম উপকারী।

পলসেটীলা।—ঘা দুগ্ধবৎ, বেদনা বিহীন শ্লৈষ্মিক স্রাব বিশেষতঃ যাহা শয়ন করিয়া থাকিলেই অনুভূত হয়, জ্বালা হুল-ফুটান বেদনা।

সেবাইনা।—রক্ত এবং শ্লেষ্মা স্রাবে এই ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে, জরদ পাতলা কটু উগ্রক্ষত হইতে স্রাব থাকিলে।

সিপিয়া।—বেড়ানর সময় রক্ত স্রাব হইলে সলফার। লিঙ্গ সদৃশ স্ত্রীলোক দিগের ক্লিটরিস নামক যন্ত্র চুলকান, সঙ্গে সঙ্গে ক্লিষ্টার দ্বারা দষ্টবৎ কামড়ানি, জ্বালা এবং পাতলা স্রাব বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়ই অধিক।

থুজা।—জননেন্দ্রিয়ের উভয় ওষ্ঠ স্ফীত এবং ঘাদ্বার-আবৃত। জননেন্দ্রিয় হইতে সবুজ বা জরদ শ্লেষ্মা বা পুঁয স্রাব, যাহাতে কাপড়ে দাগ লাগে কামড়ান চুলকান বেদনা সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। জননেন্দ্রিয়ে সঙ্কোচন এবং চাপা বেদনা অনুভূত হয়।

আনুসঙ্গিক উপায়।

স্ত্রীলোক দিগের এই প্রমেহ রোগের অবস্থায়, চিকিৎসার সময় এবং আরোগ্যাবস্থায়ও কিছু দিবসের জন্য কাম রিপু চরিতার্থ করা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। পথ্য সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। পুরুষ দিগের প্রমেহ আরোগ্য করিতে আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক স্ত্রীলোক দিগের তদ্রূপ। এজন্য শারীরিক পরিশ্রম ঠাণ্ডা লাগান, ইন্দ্রিয় উত্তেজনা, নানা প্রকার সুস্বাদ খাদ্য ও উত্তেজক পানীয় একেবারে নিষিদ্ধ। প্রথমাবস্থায়

একোনাইট (Aconite) আবশ্যক, তাহার পর (Canabis) কেনাবিস কিম্বা অন্য কোন লক্ষণ সংমিলিত ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

পুরাতন প্রমেহ (গ্লেটের) অবস্থায় যাহা প্রদর রোগের সদৃশ তাহাতে সিপিয়া প্রয়োজন, যদি শরীরে উপদংশ আছে এরূপ সন্দেহ হয় তাহা হইলে মার্কুরিয়স বা তদপোযোগী অন্য ঔষধ বিধেয়। যদি মার্কুরির অপব্যবহার হইয়া থাকে তাহা হইলে নাইটি ক এসিডের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

বাহ্য প্রমেহ।

বেলানাইটিস্।

এই রোগে লিঙ্গ মুণ্ডের উপরিভাগ ক্ষত যুক্ত হইয়া উহা হইতে পুঁজ স্রাব নির্গত হইতে থাকে। ইহা বিশেষতঃ প্রমেহ জনিত সংক্রমণ হইতে উৎপাদিত হয়। এই রোগ সন্তান গণকে অধিক আক্রমণ করে,

সাধারণ লক্ষণ।—প্রথম লক্ষণ, লিঙ্গ মুণ্ডের উপরিভাগে জ্বালা ও সামান্য টনটনানি, পরে উত্তপ্ত হইয়া উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করে, কিয়ৎ পরিমাণে স্ফীত হয় এবং কাপড় লাগিলে বা চাপ পড়িলে অসুখ বোধ হয়।

প্রতিষেধক। স্ত্রীসঙ্গমের পর জল দ্বারা লিঙ্গ ধৌত করিলেও পুঁজ দৃঢ়ভাবে লিঙ্গমুণ্ডের ত্বকে আসক্ত হইয়া থাকিবার

প্রবনতা থাকায়, শক্ত সাবান জল দ্বারা সঙ্গমের পর ধৌত করিলে এই পূঁয পরিত্যাক্ত করিতে পারা যায়।

পথ্য।—প্রমেহে যেরূপ পথ্য আবশ্যক তাহাই সেব্য।

নাইট্রিক এসিড্।—মূত্র মার্গের মুখে এবং লিঙ্গাবরক ত্বকের পার্শ্বে ও ভিতরের দিকে গুটি উৎপন্ন হইলে।

কেনাবিষ।—লিঙ্গাবরক ত্বক অপেক্ষা গাঢ় বর্ণের উজ্জল রক্তবর্ণ গুটী সকল লিঙ্গ মুণ্ডের সর্ব্বাঙ্গে উৎপাদিত হইলে।

চায়না।—মুত্রমার্গে সড় সড়ান এবং লিঙ্গ বন্ধনীর নিকট বর্ত্তী স্থলে কাঁটাফুটানবৎ সূক্ষ্মভাবের বেদনানুভব সহ লিঙ্গাবরক ও তৎ মুণ্ডে জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে।

মার্কুরিয়স।—লিঙ্গ মুণ্ড ও তৎ আবরকের মধ্য হইতে পূঁয স্রাব সহ প্রদাহিক স্ফীততা এবং তৎসঙ্গে কামোদ্দীপক কণ্ডূয়ন; সড় সড়ানি।

নক্স ভমিকা।—লিঙ্গ মুণ্ডের পশ্চাৎ ভাগে কণ্ডূয়ন;

থুজা।—ক্ষতানুভূতি।

সলফার।—লিঙ্গমুণ্ড আরক্তিম, স্ফীত ও অতিশয় ঠাণ্ডা থাকিলে।

সেবাইনা।—লিঙ্গ বন্ধনীত স্ফীততা ও আকর্ষণ। লিঙ্গ মুণ্ডে অনবরত গুলিবিদ্ধবৎ বেদনা।

আমরা একটী রোগের কথা বলিতে পারি। যে তিনি ব্যয়ারাম হইবা মাত্র (Sulphate of zinc) সালফেট অব জিন্‌ক্ জলে মিশ্রিত করিয়া পীচকারি করিয়া ছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক

মতে Cannabis ক্যানাবিস সেবন করিয়া ছিলেন। এইরূপে তিন দিন থাকিলে তাঁহার ব্যায়রাম সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল। যাহা হউক পীচকারী না করিয়া সারাইতে পারিলেই বেশী সুবিধা। প্রমেহ ব্যায়রাম কালীন আহারান্তে ডাবের জল পান করা অতি-শয় উপকারী।

উপদংশ।

জননেন্দ্রিয়ের ক্ষতর নামই উপদংশ। কষ্টিক্ দিয়া ক্ষত স্থান কোন মতেই পুড়াইয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ এটী সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে পারে যে উপরের পটাকৃতি দমন করিলে ব্যায়রামের কারণ দূরীভূত হয় না। যদিও এলোপ্যাথিক মতে পারদ এই ব্যায়রামে ব্যবহার করিলে পরিণামে অতীব কুফল ফলিয়া থাকে; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে এই মার্কুরিয়ান্ আবার অনেক ভাল কার্য্য করিয়া থাকে।

মার্কফরস্।

(Mercforros.)

বিস্তৃত ক্ষত, তাহাতে পুঁজ থাকিলে, এবং বিছানার চর্ব্বির ন্যায় দাগ হইলে এই ঔষধটী খুব উপকারী হইয়া থাকে।

সিনাবারিস্ (Cinnabaris)।—পারদ হইতে যখন কোন প্রকার উপকার প্রদর্শিত হয় না তখন এইটী প্রয়োগ করিলে খুব ভাল কার্য্য হইয়া থাকে।

এসিড্ নাইট্রিক (Acid Nitric)।—এই ঔষধটীর মার্কু-রিয়াসের ন্যায় প্রায় কার্য্য করিয়া থাকে; বিশেষত যে, সমুদয় ক্ষতের কিনারা উত্থিত এবং প্রায়ই রক্ত পাত হই-বার সম্ভাবনা থাকে। এই সমুদয় স্থানে এই ঔষধটি ব্যবহার করা উচিত।

যখন পুরুষাঙ্গ ফুলিয়া উঠে এবং পারদ বাহির হইয়া পড়ে তখন এই (Aconite) একোনাইট ব্যবহার করা উচিত।

আর্সিনিকাম্ (Arsenicum) ।—যখন ক্ষতের কিনারা খুব কঠিন এবং সামান্য আঘাতে রক্তপাত হইতে থাকে এবং সামান্য পাতলা পুঁজ বহির্গত হইতে থাকে।

সিলিসিয়া (Silicica)।— যখন পুঁজ খুব বেশী পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে এবং খারাপ গন্ধ যুক্ত এবং বিকৃত গন্ধ সংযুক্ত; রক্ত যুক্ত অথচ পাতলা এবং ক্ষত উত্তেজিত।

আরজেণ্ট নাইট্ (Argent nit) ছোট ছোট ক্ষত হইলে এই ঔষধটী খুব উপকারী বলিয়া বোধ হয়। যখন ঐ ক্ষত সমুদয়ের ধার পুঁযযুক্ত এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকে।

কষ্টীকাম (Causticum)।—ক্ষত পুঁয পূর্ণ থাকিলে এই ঔষধটী খুব উপকারী বলিয়া প্রতীত।

সালফার (Sulphur)।— অসুস্থ ব্যক্তিদিগের ক্ষত

হইলে এই ঔষধটী মহৎ উপকারী। ব্যায়রাম যখন খুব বিপদাকীর্ণ হইয়া উঠে।

থুজা (Thuja)।— বিস্তৃত, চুলকান বিশিষ্ট ক্ষত সমুদায়ে এই ঔষধটী খুব উপকারী।

সংক্ষেপতঃ লক্ষণ বিবেচনায় চিকিৎসা ও ঔষধ প্রণালী

গভীর পুঁয থাকিলে—আর্সেনিক, কষ্টিকম।

রক্ত পড়িতে থাকিলে।— আর্সি, কার্ব্বোভেজ, হিপার, সালফ, মার্ক।

অগ্নি দাহের যাতনার ন্যায় যাতনা থাকিলে।— আর্সি' ক্যালক।

পুরুষাঙ্গে গভীর ক্ষত হইলে।— মার্কিউরিয়স।

কিনারা কাঁচা মাংসের ন্যায় হইলে।—মার্কিউরিয়স।

বিস্তৃত ক্ষত, লাল কিনারা যুক্ত।—থুজা।

উচ্চ কিনারা যুক্ত —আস্তুড়িয়াম্।

গোলাকৃতি সম্পন্ন ক্ষত সমুদয়।—মার্কুরিয়াস্।

ছোট ছোট ক্ষত শীঘ্র বিস্তৃত হইতে থাকিলে। —আর্জ্জিণ্ট-নাইট।

যাতনা জনক ক্ষত খুব শক্ত কিনারা সহিত।—আর্সেনি-কম।

যথেষ্ট জলীয় পূঁয বিশীষ্ট—আর্সেনিক।

বাহ্যিক ক্ষত।—সলফার।

বাগী।

(BUBO.)

উপদংশ জনিত বাগী ও সাধারণ বাগী এই দুই প্রকার লক্ষণ।— গিরা ফুলিয়া উঠা, খুব যাতনা যুক্ত; এবং স্ফীতভা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

বাহ্যপ্রয়োগ।—এলোপ্যাথি মতে টীনচার আই ডিন দিয়া পুড়াইয়া দিলে উপকার হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—মার্কীউরিয়াস কারোসিভাস, (Mercurius Corosivus) সিনাবরিস, (Cinnabaris); মার্কিউরিয়াস্ আইওডিডাম, (Mercurius Iodidum)।

এই ব্যায়রাম চিকিৎসায় এই সমুদয় ঔষধাবলীই প্রায় প্রযোগ হইয়া থাকে।

এসিড নাইট্রীক (Acid Nitric) যখন মার্কিউরিয়সের কোন প্রকার উপকার প্রদর্শিত হয়না, তখন এই ঔষধটী প্রযোগ করা উচিত।

ক্যালিআওডিডাম (Kalidodidum)—স্ফীতভা প্রযুক্ত রোগীদিগের পক্ষে খুব উপকারী যখন পূর্ব্বোক্ত কোন ঔষধেই কোন রূপ কার্য্য প্রদর্শিত হয়না; যখন স্ফীতভা খুব শক্ত।

রেতোপাত।

(Spermatorrhœa.)

অলক্ষিত ভাবে রেতোপাতের নাম।—হয়ত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, প্রস্রাব করিতে করিতে কিম্বা সামান্য উত্তেজনা হইলে, অলক্ষিত ভাবে রেতো পতন হইয়া থাকে। এই ব্যায়রাম ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ কারণ।—অতিরিক্ত হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস; অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম।

চিকিৎসা।—পথ্যাদি বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া অপেক্ষা রোগীকে যে অভ্যাস দ্বারা ব্যায়রাম উৎপাদিত হই য়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। শয়নের পূর্ব্বে বিশেষ রূপে প্রস্রাব করিয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য। সালফারে অনেক সময় আশ্চর্য্য উপকার প্রদর্শন করাইয়া থাকে।

ক্যাপসিকাম (Capsicum)।—নড়িতে অত্যন্ত অনিচ্ছা বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত নিদ্রাশূন্যতা।

কার্ব্বোভেজ (Carboveg)।—যখন কোষ্ঠ বদ্ধ এবং অন্তঃকরণ দাহ থাকে।

কষ্টীকাম্ (Causticum)—যখন প্রস্রাব দিয়া পড়িতে থাকে, প্রস্রাবকরিতে অতিশয় যাতনা বোধ হয়, কিম্বা প্রস্রাব করিবার সময় রক্ত পড়িতে থাকে, প্রায়ই রেতোপাত হইয়াথাকে তখন এই ঔষধটী খুব আবশ্যকীয়।

সিনকোনা (Cinchona)—যখন ব্যায়রামে রোগী অতি-

শয় রুগ্ন হইয়া পড়ে, তখন এই ঔষধটী প্রয়োগ করা উচিত। সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ হয়।

গ্রাফাইট্ (Graphite)।—যখন অলক্ষিত ভাবে, উত্তে জনা না হইয়া রেতো পতন হয়।

নক্সভমিকা (Nuxvom)।—যখন খুব কোষ্ঠ বদ্ধ মুখ খুব খারাপ হয়, উদরে ঘা হয়, আহারের পর বেদনা অনুভূত হয়।

মার্কিউরিয়স্ (Mercurius)যখন জিহ্বার উপরে পাতলা একটী পর্দ্দা পড়িয়া যায়; স্বাদ খারাপ হইয়া যায়।

ফস্‌ফোরস্। (Phosphorus)।—যখন সমুদয় শরীর খারাপ হইয়া যায়, এবং রোগী সদাসর্ব্বদা বুকের যাতনা লইয়া আক্ষেপ করে।

এসিড ফসপ। (Acid Phosp)—যখন জননেন্দ্রিয় খুব দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়, এবং সামান্য উষ্ণ হয় রেতোপাত হয় তখন এই ঔষধটী ব্যবহার করা উচিত, এবং ব্যবহার করিলে সমধিক কার্য্য হইয়া থাকে।

প্রত্যেকেরই বিশেষ রূপে জানা উচিত যে এই ব্যায়রামের ভাবী ফল অতি খারাপ সুতরাং ইহাকে প্রথম হইতে সমূলে নষ্ট করিতে চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। ব্যায়রাম শরীর মধ্যে পুষিয়া রাখা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্ত্রীচিকিৎসা।

ঋতু বন্ধ।

(AMENORHŒA.)

কারণ।—গর্ভসঞ্চার হইতে ঋতু বন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর অতিরিক্ত রক্তস্রাব, পুরাতন ও নূতন রোগ অপরিমিত সঙ্গম দ্বারা হইয়া থাকে; ঋতু কালীন ভিজা বস্ত্র পরিধান করিয়া শরীর শীতল কিম্বা বরফ ভক্ষণ দ্বারা শরীর শীতল করিলেও এই ব্যায়রাম উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা অথবা তদ্রূপ কোন কারণে ঋতু বন্ধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—(১) ঋতু কালীন অকস্মাৎ উহা বন্ধ হইয়া গেলে রোগীকে গরম জলে স্নান ও গরম শয্যায় শয়ন করাইবে। একোনাইট (Aconite) সেবন এবং মধ্যে মধ্যে শীতল জল পান দ্বারা তাহার চর্ম্মের কার্য্য স্বাধীন ভাবে সংস্থাপিত করিয়া দিবে। ঔষধ;—পলসেটীলা, ডালকামারা, সিমিসিফিউগা। যদি আর্দ্রতা-বশতঃ ঋতু বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার জন্য কোটক হয় তাহা হইলে ডালকামারা।

(২) ভয়জনিত হইলে;—একোনাইট, অপিয়ম, ভেরাট্রম।

(৩) মানসিক উত্তেজনায় ;—কেমোমিলা। শোকে ;—ইগ্নিসিয়া। আনন্দে ;—কফিয়া, অপিয়ম।

(৪) পুরাতন রোগে ;—কলিন্নম, কেলিসিও, সিপিয়া।

ক্রমশঃ বন্দ হইয়া আসিলে ইহার উৎপত্তির কারণ প্রায়ই কোন পুরাতন রোগ। ইহার চিকিৎসা নিম্ন লিখিত মতে করিতে হইবে।

(১) একোনাইট।—ঋতু বন্দ হইয়া মস্তকে রক্ত সঞ্চার এবং তৎ প্রযুক্ত অতিশয় যাতনা থাকিলে ; মুখশ্রীমলিন হইয়া গেলে ; দুর্ব্বলতা এবং কাঁকালে বেদনা থাকিলে।

(২) সিমিসিফিউগা।—অত্যন্ত মস্তকে বেদনা, চক্ষুর পাতায়, পৃষ্ঠে, সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ বামাঙ্গে বেদনা থাকিলে, হৃৎকম্প, অনুৎসাহ এবং শিরঃপীড়া থাকিলে,।

(৩) পলসেটিলা।—নম্র, ভীরু, অভিমানী এবং কোমল স্বভাবান্বিত স্ত্রীদিগের পক্ষে মহৌষধ। অবসন্নতা, পৃষ্ঠে ও তল-পেটে বেদনা।

(৪) সিপিয়া।—ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ,পলসেটীলা দ্বারা উপকার না দর্শিলে ইহার প্রয়োগই আবশ্যক। পরিশ্রম দ্বারা কষ্টের হ্রাস ও বিশ্রাম বৃদ্ধি হইলে তলপেটে এবং কঙ্কালে অত্যন্ত বেদনা, বিষন্নতা ত্রবং প্রাতঃকালে মস্তক বেদনা থাকিলে।

(৫)বেলেডোনা।—চক্ষুতে বেধা, মাথা ধরা, মস্তকের পীড়া, চক্ষুর পাতা এবং অভ্যন্তরে বেদনা, জননেন্দ্রিয়ের উত্তাপ এবং শুষ্কতা থাকিলে।

(৬) ব্রাওনিয়া। — মস্তক ঘূর্ণন, নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব পার্শ্বে এবং বক্ষে বেদনা, নীরস সর্দ্দি, কোষ্ঠ বদ্ধ, পাকস্থলীর কামড়ানি এবং স্বভাবের উগ্রতা।

(৭) অপিয়ম্। — মস্তক ভার, মস্তক ঘূর্ণন, নিদ্রা-কর্ষণ, তন্দ্রা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং প্রস্রাব বদ্ধ হইলে।

(৮) কোলিয়ম্। — বহুদিনের জন্য ঋতু বদ্ধ থাকিলে এবং পীড়ার সর্ব্বাঙ্গিক কারণ উপস্থিত না থাকিলে।

প্রয়োগ। — প্রথমতঃ দিবসে তিনবার এবং কিছু উপকার হইলে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় এই দুইবার মাত্র সেবন করিবে। যদি উপকার দর্শে তবে দশ বা ১৫ দিন ব্যবহার করিবে।

অনিয়মিত রজ স্রাব।

(IRREGULAR MENSTRUATION.)

কখন কখন দুই বা তিন বার রজ স্রাব হইয়া এক বা ততো-ধিক দিনের জন্য উহা বন্ধ থাকে।

কারণ। — সর্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকা, অলস স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমুদয়ের চালনা না করা।

চিকিৎসা। — অন্যান্য লক্ষণে গৌণঋতুর ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। যদি অনিয়ম কাল হইয়া থাকে তখন চায়না বা কুইনাইন ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পারে। প্রথম তিন দিবস পল্‌সেটীলা সেবন করিয়া তদনন্তর তিন দিবসের জন্য চায়না সেবন করিবে। যত দিন না সারে ততদিন পর্য্যায়ক্রমে পল্‌সেটীলা ও চায়না উভয়েই সেবন করিবে।

ঋতুশূল।

(DYSMENORRHŒA.)

অত্যল্প বা প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব হইয়া রজঃ কষ্ট জন্মে।

লক্ষণ।—জরায়ু প্রদেশে প্রসব বেদনার ন্যায় অত্যন্ত অসহ্য বেদনা, শিরঃপীড়া, আরক্ত গণ্ড, ঘন নিশ্বাস, হৃৎকম্প, উদরে চাপ যুক্ত বেদনা। এই বেদনা কোন কোন সময়ে ঋতুর পঞ্চম দিবস পূর্ব্বে আরম্ভ হয় আবার ঋতু আরম্ভ হইলে সারিয়া যায়;

কারণ।—কোষ্ঠ বদ্ধ এবং জরায়ু গ্রীবা বা প্রণালীর সঙ্কোচাবস্থা।

প্রয়োগ।—নূতন বা প্রবল রোগে ৮ ফোঁটা আরক বা ১২ টী বটিকা এক পোয়া পরিস্কৃত শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া এক কাঁচ্চা পরিমাণ প্রত্যেক দুই ঘণ্টান্তর। উপকার দর্শিলে প্রত্যেক ছয় বা আট ঘণ্টান্তর।

অন্যান্য উপায়।—প্রতি দিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, এক ঋতুর কাল হইতে অন্য ঋতু পর্য্যন্ত প্রতি দিন প্রাতে শীতল জলে স্নান, ঋতু বর্ত্তমান সময়ে শীতল ও উষ্ণ জল মিশ্র করিয়া সন্ধ্যার সময় স্নান, নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার। উত্তেজক দ্রব্যাদি পান বা ভোজন পরিহার।

খিলধরা।

গর্ব্ভবতী স্ত্রীগণের সচরাচর খিলধরা, বা পদ দ্বয়ের স্থানে স্থানে বেদনা উপস্থিত হয়।

ক্যামোমিলা ও ক্যাম্ফর।—এই দুই ঔষধ দ্বারা খিল-ধরা নিবারিত হইয়া থাকে। কর্পূরই সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় এবং ইহা বাহ্য প্রয়োগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাওনিয়া, নক্সভমিকা, সিপিয়া।—অজীর্ণতা এবং গরম হেতু শীরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকিলে।

রস্‌টক্স, কেলীকার্ব্ব বা আর্ণিকা।—ক্লান্তি হেতু পৃষ্ঠ এবং কোমরের বেদনা থাকিলে।

কৃত্রিম ঋতু।

কখন কখন ঋতু বন্দ অথবা অল্প মাত্র ঋতু স্রাব হওয়ায়, লালার সহিত রক্ত নির্গমন বা রক্ত বমন। জননেন্দ্রিয় হইতে শুভ্র বর্ণ ক্লেদ নির্গমন এবং ঋতুর পরিবর্ত্তে মাসে মাসে অপর কোন পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে কৃত্রিম ঋতু বলা যায়।

চিকিৎসা।

ব্রাওনিয়া।—লালার সহিত রক্ত নির্গমন।

ইপিকাক্।—রক্ত বমন এবং বমনেচ্ছা থাকিলে।

পলসেটিলা।—কর্ণ ও নাসিকা হইতে রক্তোদ্গীরণ।

হেমেমিলিস্।—অন্য কোন ঔষধেতে রক্তোদ্গীরণ বন্ধ না হইলে।

সিলিসিও।—কষ্টদায়ক সর্দ্দি, দৌর্ব্বল্য, মলিন মুখ, কৃশাঙ্গ, অল্প ঋতু বা ঋতু বন্ধ হইলে।

সাধারণ চিকিৎসা।—সিলিসিও, ক্যামামিলা, সিকেল,

পলসেটীলা, বেলেডোনা, সিমিসিফিউগা, হেমেমিলিস, সেবাইনা ককিউলাস, ফেলসিমিনম, নক্স-ভমিকা, কফিয়া, ভেরেট্রম, ইগনেসিয়া, প্লেটিনা ইত্যাদি ঔষধ ব্যবস্থা।

লক্ষণ অনুসারে ঔষধ ব্যবস্থা।

সিলিসিও।—জরায়ুর ক্রীড়া সম্বন্ধীয় কষ্টকর রজঃস্রাব ও রজঃকৃষ্ট প্রভৃতিতে।

ক্যামোমিলা।—গর্ভ বেদনার ন্যায় অতিশয় বেদনা, পৃষ্ঠ দেশের সম্মুখে উপরিতে চাপ, শূল বেদনা, কাল এবং জমাট রক্তস্রাব হইলে বিশেষতঃ স্নায়ু প্রবল এবং খিট খিট স্বভাবা স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে।

সিকেল।—অতিশয় প্রবল বেদনা থাকিলে, কাল গুটি ২ রক্তস্রাব, মূত্রাশয়ে এবং মলাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মুখশ্রী মলিন, রক্তস্রাব না হইয়া অতিশয় কষ্টকর বেদনা থাকিলে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী।

পল্‌সেটিলা।—রজঃকষ্ট জরায়ু প্রভৃতিতে বেদনা।

বেলেডোনা।—জরায়ুতে রক্ত সঞ্চয় এবং প্রদাহ অনুমিত হইলে, অতিশয় ধপ্‌ ধপ্‌ বেদনা, মস্তকে রক্তাধিক্য, দৃষ্টিরভ্রম, রক্তিম মুখশ্রী বা অধিক রক্তস্রাব থাকিলে একোনাইটের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে সিমিসিফিউগা, স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোক দিগের অতিশয়, শীরঃপীড়া হস্ত পদাদি কামড়ান বমন রক্তস্রাব।

সেবাইনা।— ঋতু আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে বেদনা।

শ্বেত প্রদর।

(Luceorrhœa.)

স্ত্রীলোক প্রায়ই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ঋতু বর্ত্তমানে কিম্বা প্রথম রজঃ দর্শন হইতে রজঃ বন্ধ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যেই প্রায় এই রোগ অবির্ভাব হইয়া থাকে। জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ বা স্ফীততা নিবন্ধন উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে একপ্রকার শুভ্রবর্ণ ক্লেদ নির্গত হয় তাহাকেই শ্বেতপ্রদর বলে।

লক্ষণ।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে শ্বেত, পীত বা হরিৎ জলবৎ পাতলা অথবা শ্বেতসারবৎ গাঢ় বা অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার ক্লেদ নির্গত হয়। তন্নিমিত্ত সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হইয়াপড়ে। মুখ মলিন, অজীর্ণতা, পৃষ্ঠ, কোমর এবং তলপেট বেদনা।

কারণ।—শৈত্য, রক্তাধিক্যতা, স্বাস্থ্যভঙ্গ, গণ্ডমালারোগ, কৃমিজনা কামড়ান, অপরিচ্ছন্নতা।

চিকিৎসা।—পলসেটিলা; প্রায় অধিক স্থলে ইহা কার্য্যকারী। গর্ভাবস্থায় শুভ্রবর্ণ গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত, এবং তন্নিবন্ধন চুলকানি থাকিলে এবংঋতু নাই এরূপ বালিকদিগের শ্বেত প্রদর হইলে, তলপেট কামড়ানি হইলে।

সিপিয়া।—পীত হরিৎ এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ক্লেদ নির্গত,

ঋতুকালীন যন্ত্রনাধিক্য, অল্পমাত্রায় রক্তস্রাব, তলপেট ছিঁড়িয়া এরূপ যন্ত্রনানুভব, কোষ্ঠবদ্ধ, শীতানুভব।

মার্কুরিয়াস।—পীতবর্ণ শ্লেষ্মার সহিত পুঁয নির্গত ও জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত এবং চুলকানি থাকিলে, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, পাতলা অস্বাস্থ্যকর ক্লেদ নির্গত, দৌর্ব্বল্য, শিতানুভব এবং মুখের বর্ণ মলিন হইলে।

চায়না।—অধিক লাল বা অতিরিক্ত ঋতুস্রাব বশতঃ শরীর দুর্ব্বল কিম্বা কোন দুর্ব্বল কারক রোগ হেতু, শ্বেতপ্রদর রোগের উৎপত্তি হইলে।

প্রয়োগ প্রণালী।—এক সপ্তাহ বা দশ দিন, দিবসে তিনবার সেবন করিবে; স্থায়ী রোগে তদপেক্ষা অধিক দিন প্রাতেঃ এবং সায়ংকালে সেবন।

আনুসঙ্গিক উপায়।—নির্ম্মল বায়ুতে ব্যায়াম, বিলাস-পূর্ণ সামগ্রী ভক্ষণ; পুরুষসঙ্গ, উত্তেজকদৃশ্য, কুচিন্তা, অধিক লোকের সহিত আবাস ইত্যাদি পরিত্যাগ, সর্ব্বদা শীতল জলে পীচকারী, প্রত্যহ স্নান এবং জননেন্দ্রিয় পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থা ও সেই সময়ের সমুদয় পীড়া।

গর্ভের লক্ষণ সমুদয়।—(১) ঋতুবন্ধ। (২) প্রাতঃকালে শারীরিক অসুখ বোধ। (৩) স্তনদ্বয়ের স্ফীততা। (৪) কুচাগ্রের কৃষ্ণ বর্ণত্ব। (৫) স্তনে দুগ্ধের আবির্ভাব। (৬) তলপেটের

স্ফীততা। (৭) জরায়ুর আকস্মিক স্ফীততা। (৮) উদরের অস্থিরতা। (৯) জরায়ু কোষ।

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্য বিধান।—লঘুপাক, পুষ্টিকর এবং বিলাসশূন্য সামগ্রী আহার করণ গর্ভবতী রমণীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আহার করিবার সময় জলপান করিও না। কাপড় খুব আঁটিয়া পরা কর্ত্তব্য নহে।

ব্যায়াম।—গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদিত হয়। সহজে এবং বিনা ক্লেশে সন্তান প্রসূত হয়। বালক বিলক্ষণ বলবান ও সুস্থ হয়। যত প্রকারে অঙ্গ চালনা হয় তন্মধ্যে গর্ভবতী নারীদিগের পক্ষে নির্ম্মল বায়ু পূর্ণ স্থানে পদচারণে ভ্রমণ করা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। ভ্রমণ করিতে হইলে আহারের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রত্যুষে ভ্রমণ করাই ভাল; আর যাহাতে শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া না পড়ে, সেই পরিমাণে ভ্রমণ করিতে হইবে। শকট বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবে না। বায়ু আর্দ্র হইলে গৃহ মধ্যে ভ্রমণ করাই কর্ত্তব্য। যাহাতে মন সর্ব্বদা সুখী থাকে সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার চেষ্টা করিবে।

লক্ষণ।—প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই অসুখ অনুভূত হইতে থাকে। শয়নাবস্থায় হয়ত কিছু মাত্র অসুখ থাকে না। কিন্তু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবা মাত্রই বমনোদ্রেক, উদ্গার এবং গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে না আসিতে ভয়ানক বমি হইতে থাকে। কেহ বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক আহার করিয়া থাকে, আহার করিয়া না উঠিতে উঠিতে বমি হইয়া সমুদায় উঠিয়া যায়। কাহারও কাহারও

সমস্ত দিন অসুখ হয়। গর্ভ সঞ্চারের পরেই রমণীগণ প্রায় এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই ব্যাধি প্রায় ৩।৪ সপ্তাহ থাকিয়া আপনা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

রোগোৎপত্তির কারণ।—পাকাশয়ের শিরাপরম্পরায় কার্য্যকারিতা শক্তির আধিক্য হেতু, পুষ্টি কারিতা শক্তির সমতা রক্ষা হয় না।

চিকিৎসা।

নক্সভমিকা।—বমন, শিরঃ ঘূর্ণন; অস্থিরতা, উগ্র স্বভাব, অম্ল বমন, হিক্কা, পাকস্থলীতে চাপবোধ, মুখে জল উঠা, এবং অগ্নি মান্দ্য থাকিলে।

(২য়) ইপিকা কোহান্।—উদরের গ্লানি, সর্ব্বদা বমনোদ্রেক ও উদ্গার; অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য বা পিত্ত বমন।

(৩য়) ক্রিয়োসোঠাম্।—স্থায়ী রোগের পক্ষে ইহা বড় মহৎ উপকারী ঔষধ।

(৪র্থ) আর্শেনিকাম্।—বমন, অতিশয় দৌর্ব্বল্য এবং মধ্যে মধ্যে অবসন্নতা বা মোহ থাকিলে।

(৫ম) পলসেটীলা।—যে যে লক্ষণে নক্সভমিকা প্রযুক্ত হয়, সে সমস্ত লক্ষণ বিশেষতঃ রোগ আরোগ্য হইবার উপক্রম হইলে ইহা সেবনীয়।

আনুসঙ্গিক উপায়।—খাদ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং যে সময়ে উদর ভার অথবা অনিচ্ছা থাকিলে সে সময়ে আহার না করিয়া অপর কোন সময়ে আহার করিবে।

উষ্ণ সামগ্রী ভক্ষণে যদি বমন বা বমনোদ্রেক হয় তবে শীতল দ্রব্য আহার করিতে দিবে।

রোগ বিবেচনায় দুগ্ধ সর্ব্বদা ২। ৩ কাঁচ্চা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। যদি ইহাতেও বমন হয় তবে বরফ খাইবার ব্যবস্থা করিবে; যদি সমস্ত উপায়েই ফলপ্রদ না হয় তবে মলদ্বার দিয়া দিবসে দুই তিন বার খাদ্য দ্রব্য প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

মূর্চ্ছা।

(HYSTERIA.)

ইহা শিরার রোগ বিশেষ। ক্রোধ দ্বেষাদি নানা কারণে শিরা অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িলে তাহার টাটানি হয় এবং তাহা হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মাতার এই রোগ থাকিলে কন্যারও এই রোগ হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

লক্ষণ।—ইহার লক্ষণ সকল নানাপ্রকার, এবং তাহাও সহজে বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ ইহার লক্ষণ সকল নানা প্রকার রোগের অনুকরণ করিয়া থাকে।

সচরাচর মূর্চ্ছা তিন প্রকারের।

১ম গ্নোবস্ হিষ্টীরিয়া—ইহাতে যেন একটী লৌহ নির্ম্মিত বর্ত্তুল উদর হইতে বরাবর কণ্ঠার দিকে উঠিতেছে এবং অঙ্গ খেঁচকারি না থাকিলেও যেন শ্বাস রোধ হইতেছে এরূপ বোধ হয়।

২য়। খেঁচনি যুক্ত।—ইহাতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমুদয় এবং তদ্ব্যতীত ভয়ানক চীৎকার, ভয় দর্শন, হাস্য, রোদন, খেঁচনি ইত্যাদি উপদ্রব প্রকাশিত হয়।

৩য়। পরিবর্ত্তন শীল।—ইহাতে মনে মনে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।

মূর্চ্ছা ঘটিত খেঁচনি এবং মৃগী মূর্চ্ছা।—ইহা কেবল একটী আকস্মিক ব্যাধি এমত নহে। স্মরণ শক্তির হ্রাস, রেখাযুক্ত জিহ্বা, চক্ষুর তারার বিস্তৃত ভাব, এবং শরীর ও স্বীয় বস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ইত্যাদি লক্ষণ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপদ্রব। ইহাতে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, হাস্য, রোদন, হাঁপানি, ও ক্লান্তি ইত্যাদি বোধ হয়; গাঢ় নিদ্রা হয় না।

চিকিৎসা।

ইগ্নিসিয়া।—কখন উৎসাহাধিক্য ও তাহার পর ক্ষণেই নিরুৎসাহ, শ্বাস রোধ বা বর্ত্তুল উর্দ্ধে উঠিতেছে এরূপ অনুমান এবং পর্য্যায়ক্রমে মানসিক সুখ দুঃখ ইত্যাদি লক্ষণ।

পলসেটিলা।—অল্প বা বদ্ধ ঋতু, মেরু দণ্ডে বেদনা, এবং সর্ব্বদা রোদন ইত্যাদি থাকিলে।

এসাফিটাইডা।—পিত্তাশয়ে কার্য্য করণ শক্তির হ্রাস, এবং টাটানি, কণ্ঠশুষ্ক, তলপেটে কামড়ানি, বমনেচ্ছা; গাঢ় রং বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত মূত্র।

(৩) এসাফিটাইডা।—পিত্তাশয়ে কার্য্য করণ শক্তির হ্রাস এবং টাটানি,কণ্ঠ শুষ্ক, তলপেটে কামড়ানি, বমনেচ্ছা, গাঢ় রং বিশিষ্ট ও দুর্গন্ধ মূত্র।

(৪) প্লেটীনা।—অতিরিক্ত স্রাব, কোষ্ঠ বদ্ধ, এবং নিরুৎসাহ থাকিলে।

(৫) সিমিসিফিউগা।—শিরার গ্লানি, বক্ষঃ ও বাম-পার্শ্বে বেদনা, জরায়ুর ব্যাধি,নিরুৎসাহ এবং পাকস্থলীর টাটানি থাকিলে।

(৬) কক্কুলস্।—পীতবর্ণ এবং অধিক মুত্রত্যাগ, টাটানি, নিরুৎসাহ এবং অতিরিক্ত রক্ত স্রাব।

(৭) কেম্ফার ও মস্কস্।—আক্রমন কালীন ইহার যে কোন একটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আনুসঙ্গিক উপায়।—শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম নিষেধ। যাহারা রোগীর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে তদ্রূপ বন্ধু বান্ধব হইতে দূরে অবস্থিতি করা; অগ্রে উষ্ণ জলে স্নান করিয়া মস্তকোপরি এক খানা অয়েল ক্লথ (oil cloth) স্থাপন পূর্ব্বক কেশপাশ আবৃত করিয়া রাখিবে এবং উত্তেজক দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ।

পান ভোজন, শয়ন, বিশ্রাম, অধ্যয়ন চিন্তা এবং শারীরিক পরিশ্রম এই সমুদয় বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ নিবেশ করিতে হইবে।

বন্ধ্যত্ব।

(BARRENNESS.)

সন্তানোৎপত্তির উপযুক্ত বয়স অতীত হইলে, যুবতী দিগে যে আর সন্তান হইবার আশা নাই এরূপ সন্দেহ প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে; এবং এই সময় সকলেই কারণ অনুসন্ধান করিয় থাকেন।

কারণ।—কারণ প্রায়ই দুই প্রকার; স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক স্থানিক কারণের মধ্যে স্ত্রীযোনী জরায়ু বীষকোষ ইত্যাদি অসম্পূর্ণ গঠনই প্রধান, কিন্তু তদ্রূপ স্থল অতি অল্প বলিতে হইবে। জরায়ু কোষে স্ফোটক বা মাংস বৃদ্ধি অথবা তাহা অস্বাভাবিক স্থানে অবস্থান, অস্বাভাবিক ঋতু বা আসাময়িক ব অতিরিক্ত পুরুষ সঙ্গ, শ্বেত প্রদর ইত্যাদি ইহার প্রবল কারণে মধ্যে গণ্য।

সার্ব্বাঙ্গিক কারণের মধ্যে কোন প্রবল বা স্থায়ী রোগ দ্বার শারীরিক ক্ষমতার হ্রাসই প্রধান কারণ। তদ্ব্যতীত অত্যন্ত স্থূ পুষ্টাঙ্গ অতিরিক্ত পরিশ্রম।

চিকিৎসা।—কারণ দেখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নিম্ন লিখিত কয়েকটী ঔষধ দ্বারা উপকার হইতে পারে। সিপিয়া এগ্নস কেষ্টস্, বেরাইটা, কার্ব্বানিকা, কেলিয়ম, প্লেটিনা, কেরম ফস্ফরস।

গর্ভপাত বা গর্ভ নষ্ট।

গর্ভপাত একবার হইলে প্রায়ই পুন পুন যতবার গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে তত বারই গর্ভপাত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

লক্ষণ।—(১) সকল প্রকার কাজ কর্ম্মে অসুখ বোধ। নিস্তেজভাব, পৃষ্ঠের নীচ ভাগে দুর্ব্বল বোধ।

(২) অল্প অল্প করিয়া ক্রমে অতিরিক্ত রক্ত ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, কোমরে কর্ত্তন সদৃশ বেদনা হইতে থাকে। (৩) প্রথমতঃ অনিয়মিত বেদনা অতি অল্প অল্প অনুভূত হয়, পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর অসহনীয় নিম্নগামী বেদনা আরম্ভ হয়। তাহার পরে জলভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়া গর্ভপাত হইতে থাকে।

কারণ।—কোন বিষয়ে বঞ্চিত হওয়া, পড়ে যাওয়া, আঘাত প্রাপ্ত, বা পা সড়িয়া যাওয়া, ভারি বস্তু উত্তোলন, অনেক দূর পরিভ্রমণ, অশ্বারোহণ, নৃত্য এবং অতিশয় দুষ্পাচ্য বস্তু আহার, রেচক ঔষধ সেবন, অতিশয় মানসিক উচ্ছ্বাস। শারীরিক দুর্ব্বলতা, গর্ভসঞ্চারের অব্যবহিত পরে বার্ত্তাশয় অতিশয় শিথিল ভাবে থাকা, প্রচুর রক্ত স্রাব, দীর্ঘস্থায়ী শ্বেত প্রদর।

চিকিৎসা।

সিকেল।—অতিশয় কষ্টদায়ক বেদনা, এবং প্রত্যেক বেদনাতে কাল জমাট রক্ত নির্গমন হইলে, বিশেষতঃ অসম্পূর্ণ প্রসব বেদনা।

সেবাইনা।—গর্ভাশয়ে টাটানি ও উত্তাপ, এবং অতিশয় রক্ত স্রাব হইলে।

একোনাইটম্।—রক্তাধিক্য হইলে।

ক্যামোমিলা।—স্নায়ু প্রধান এবং চির চিরে স্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রীগণ যাহারা প্রায় সহজে বেদনা অনুভব করে।

আর্ণিকা।—পতন, আঘাত বা অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে।

ইপিকাক্, পলসেটীলা, বেলাডোনা বা ক্রোকস কার্য্যকারী হইতে পারে।

প্রয়োগ।—রোগের লক্ষণের আবশ্যকতানুসারে প্রত্যেক কুড়ি, ত্রিশ এবং ৬০ মিনিটান্তর এক মাত্রা সেবনীয়, রোগের হ্রাস হইলে অধিক সময় পরে সেবনীয়।

আনুসঙ্গিক উপায়।—গর্ভপাতের বিন্দু মাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র বায়ুসঞ্চালিত শীতল গৃহে খাটের উপর কোমল বিছানায় যে পর্য্যন্ত না আশঙ্কা দূর হয় সে পর্য্যন্ত শয়ন করিতে হইবে। কিন্তু কাহাকেও অধিক বিশ্রাম দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে কারণ তাহা হইলে খারাপ হইলেও হইতে পারে।

গৌণ ঋতু।

(AMENORRHŒA.)

যত দিন পর্য্যন্ত এই কারণ বশতঃ স্ত্রীলোকের অসুখ না হয় ততদিন চিকিৎসা করা ততদূর যুক্তি সঙ্গত নহে। কিন্তু যখন

বাহ্যিক লক্ষণ সমুদয় প্রকাশিত হইয়া মস্তক ভার ও বেদনা, নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব, হৃৎকম্প অল্পমাত্র পরিশ্রমে ও নিশ্বাস ত্যাগে কষ্ট, শারীরিক ক্লান্তি, পৃষ্ঠদেশে, উরুদেশে এবং তলপেটে বেদনা।

রোগোৎপত্তির কারণ।—বিলক্ষণ বলবর্ত্তী ও সুস্থকায়া স্ত্রীলোক দিগের প্রায়ই ইহা হয় না। যাহারা স্বাভাবিক দুর্ব্বল অথচ কোন স্থায়ী রোগে আক্রান্ত তাহা দিগেরই প্রায় ইহা হইয়া থাকে বোধ হইবে তখন চিকিৎসা প্রয়োজন।

চিকিৎসা।

পলসেটিলা।—তলপেটে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কখন হাস্য কখন ক্রন্দন ইত্যাদি, মূর্চ্ছা রোগের লক্ষণ, উদগার ও বমন।

সিমিসিফিউগা।—(Cimicifuga.) জরায়ু কোষস্থ শিরাসমূহের দুর্ব্বলতা, অপর কোন ইন্দ্রিয়ের প্রাচল্য, মস্তক বেদনা মূর্চ্ছা।

ফস্‌ফোরাস। (Phosphorus.)।—কোমল স্বভাবিত অথচ ফুস্‌ ফুস্‌ যন্ত্রের কোন পীড়া জন্মিবার পূর্ব্ব লক্ষণ থাকিলে।

আর্শেনিকাম্‌।—ক্ষুধামান্দ্য, অবসন্নতা. উদ্বেগ; মুখ প্রভৃতির স্ফীতত্য থাকিলে।

আনুসঙ্গিক লক্ষণের চিকিৎসা।

নক্সভমিকা (Nuxvomice.)।—মস্তক বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ, অত্যন্ত অগ্নিমান্দ্য, ইত্যাদি।

ব্রায়নিয়া (Bryonia.)।—ঋতু বন্ধ হইয়া জননেন্দ্রিয় এবং নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব।

ভেরেট্রাম।—(Veratrum.) হস্ত পদ শীতল, মূর্চ্ছা, অবসন্নতা, বমনেচ্ছা, বমন।

প্রয়োগ প্রণালী।

প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ এবং রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিতে হইবে। লক্ষণ সকল প্রবল থাকিলে প্রত্যেক ঘণ্টায় অথবা তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ঔষধ ব্যবহার করিবে।

সর্ব্বদা হস্ত পদ গরম রাখা এবং আরাম জনক পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধারণ চিকিৎসা।

SIMPLE FEVER.

১। সামান্য জ্বর।

লক্ষণ।—মৃদু কম্প পরক্ষণে শরীর উষ্ণ, শিরঃপীড়া, তৃষ্ণা, দ্রুতনাড়ী, অপরিষ্কার জিহ্বা, ঘর্ম্ম, সমস্ত শরীর দুর্ব্বল ও ক্লান্তি অনুভব।

চিকিৎসা।

একোনাইট (Aconite.)।—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমুদয় বর্ত্তমান থাকিলে।

মাত্রা।—তিনটি ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা অথবা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

বেলাডোনা (Balladcna):—একোনাইট ব্যবহার করিলে উপকার না হইলে।

আনুসঙ্গিক উপায়।

রোগীর গৃহ প্রশস্ত, পরিষ্কৃত ও বায়ু সঞ্চালনোপযোগী

হওয়া আবশ্যক। আলো, উত্তাপ এবং গোলমাল দ্বারা রোগীর কোন রূপ উপদ্রব না হয়।

পরিধেয়, বস্ত্র, গায়ের কাপড়, বিছানার চাদর প্রায়ই বদলান উচিত; জল সাগু বা আরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত।

২। হাম। (MEASLES.)

চিহ্ন।—শীত, কম্প, অসুস্থ, ম্লান, নিদ্রাবেশ, শিরঃপীড়া, কণ্ঠনালী ভার যুক্ত, চক্ষু জ্যোতিরহিত ও আরক্তিম, অবিরত অশ্রুপাত, চক্ষুর পাতা স্ফীত, উদ্গার, বমন, নাসিকা হইতে অবিরত জলধারা পতিত, হাঁচি, স্বরভঙ্গ। বক্ষে চাপবোধ, কষ্টকর গলাধঃকরণ।

চিকিৎসা।

একোনাইট্।—রোগীর অশান্তি বোধ; দ্রুতনাড়ী, চক্ষু রক্তিম।

মাত্রা।—দুইটী ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক দিন চারি ঘণ্টা অন্তর।

পলসেটিলা। (Pulsatilla)—নাসিকা ও চক্ষু হইতে জল পড়া, বার বার হাঁচি এবং স্বরভঙ্গ।

আর্সেনিক (Arsenic.)—রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, কণ্ঠশুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, জিহ্বা অপরিষ্কার, মুখ স্ফীত এবং মুত্র কৃচ্ছ্রতা থাকিলে।

মাত্রা।—একোনাইটের ন্যায়।

পানীবসন্ত। – (CHICKENPOX.)

লক্ষণ। – বসন্তের ন্যায় অনেক দেখিতে। পান্ বসন্তে জ্বরের প্রকাশ ততদূর হয় না, এক দিনের ভিতরেই সমুদয় পৃষ্ঠদেশে গুটী গুটী বাহির হয়,কিন্তু তাহাতে পুঁয হয় না। প্রায় ৫ দিবসে গুটী সকল মরিয়া যায়।

চিকিৎসা।

একোনাইট (Aconite.)।—পান্ বসন্তের আক্রমণ সময়ে জ্বর থাকিলে।

মাত্রা।— দুইটী ক্ষুদ্র বটীকা,একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

সলফার। – গুটী গুলি শুকাইয়া গেলে ও রোগের কোন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে।

মাত্রা। – একোনাইটের ন্যায়।

সর্দ্দি।

(COLD IN THE HEAD.)

কারণ। – শীতল বা আর্দ্র স্থানে বাস সহসা বায়ু পরিবর্ত্তন।

লক্ষণ। – প্রথমতঃ কম্প, পরক্ষণে জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ সহকারে উত্তাপ, মস্তকের সম্মুখ ভাগ ভার এবং চাপ বোধ, নাসিকা বদ্ধপ্রায়, অবিশ্রান্ত জলপাত ও হাঁচি।

চিকিৎসা।

মার্কিউরিয়াস।—নাসিকা রোধ ও শুষ্ক, অনবরত জল পড়ার দরুন উপরের ওষ্ঠ ঘা যুক্ত, আরক্ত স্ফীত, হাঁচি এবং নাক চাপ ও ভার বোধ।

মাত্রা।—আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা একটী বটীকা কিম্বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

আর্সেনিক। (Arsenic.)—নাসিকা বদ্ধ উত্তপ্ত বোধ।

মাত্রা।—মার্কুরিয়াসের যেরূপ।

বেলাডোনা (Balladona)।—মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগ ভার বোধ ও বেদনা যুক্ত এবং এক নাসিকা বদ্ধ হইয়া আর এক নাসিকা হইতে জলপাত, প্রচুর শ্লেষ্মা বহির্গমন, শীতল ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা ও অতিশয় ক্ষুধা হইলে।

মাত্রা।—পূর্ব্বে যেরূপ।

শ্বাস কাশ।

(ASTHMA.)

লক্ষণ।—কষ্টকর নিশ্বাস এই রোগের লক্ষণ। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট বিরাম কাল নাই। কিন্তু নিশ্বাস ফেলিবার সময় বক্ষস্থল কোঁকড়ান বোধ, কাশী হয় এবং পরে শ্লেষ্মা নির্গমন হয়। কোন কোন অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া মুখ

স্ফীত ও নীলবর্ণ হইয়া পড়ে। মুখে উদ্বিগ্নতা ও ক্লেশের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন অবস্থায় হাঁচি, পেট ফাঁপা। শিরঃ-পীড়া, পাকস্থালী অসুস্থ নির্জীব ভাব প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ সমুদয়।

চিকিৎসা।

ইপিকাকোয়েনা (Ipecacuanha.)।—নিদ্রা সময় মূর্চ্ছা, শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস প্রশ্বাস ও কষ্টকর হাঁপানি, বক্ষঃ-স্থলের অভ্যন্তরে ফোস, ফোস্ এবং ঝন্ ঝন্ শব্দ, অতিশয় উদ্বেগ, শ্বাস রোগের আশঙ্কা মুখ অপরিষ্কৃত থাকিলে।

মাত্রা।—তিনটী ক্ষুদ্র বটিকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক রোগ সারা না পর্য্যন্ত আবশ্যক মতে অর্দ্ধ কি এক ঘণ্টা অন্তর।

আর্সেনিক।—পূর্ব্বোক্ত ঔষধে উপকার না হইলে বিশেষতঃ যখন বুকে চাপা, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল। শীতল ঘর্ম্ম ও বক্ষস্থলের ভিতরে অতিশয় জ্বালা থাকিলে।

মাত্রা।—ইপিকাকোয়েনার যেরূপ।

ফস্ফোরাস্।—কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস, বক্ষ স্থলে চাপ বোধ।

মাত্রা।—পূর্ব্ববৎ।

ব্রাওনিয়া।—সর্দ্দি কিম্বা হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য

রোগের সঙ্গে এই শ্বাস কাসীর রোগ থাকিলে, শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর ও ধর্ম্ম দীর্ঘ নিশ্বাস, পরিশ্রমে রোগের বৃদ্ধি, রাত্রিতে অত্যন্ত মন্দ অবস্থা, বক্ষ স্থলে চাপ বোধ।

মাত্রা।—পূর্ব্ববৎ।

কাশী। (COUGH.)

ফুস্ ফুস্ হইতে বায়ু নির্গমন হওয়াই কাশী; অন্যান্য রোগ না থাকিলেও এই রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

ডালকামারা (Dulcamara)।—সর্দ্দি এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশী; অধিকন্ত শ্লেষ্মা নির্গত হাঁপানী, কাশীবার সময় দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ হইলে।

মাত্রা।—উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক দুই তিন ঘণ্টা অন্তর।

বেলাডোনা।— সন্ধ্যার সময় কিম্বা রাত্রিতে শুষ্ক ধর্ম্ম ও আক্ষেপ বিশিষ্ট কাশী হইলে অতি অল্প চালনাতেও কাশীর উদ্রেক, কণ্ঠনালীতে সুর সুরি অনুভব হওয়াতে কাসীর বৃদ্ধি এবং কাসিবার সময় শীরঃপীড়া ও মুখ আরক্তিম হইলে।

মাত্রা।—ডালকামারার যেরূপ।

ইপিকাকোয়েনা (Ipecacuanha.)।—গুরুতর কম্প

শিষ্ট কাসীতে, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাসে শ্লেষ্মা একত্রিত হওয়াতে । অবরোধ আশঙ্কা জন্মিলে, ও শক্ত শ্লেষ্মা ত্যাগ করা কষ্ট , মুখমণ্ডল সাদা থাকিলে এবং বমন হইলে।

মাত্রা। – ডালকামারার যেরূপ।

ব্রাওনিয়া (Bryonia)।—শীত কালের কাসীতে বায়ুর াপের পরিবর্ত্তনে ও আহার পানে কাসির বৃদ্ধি হইলে।

মাত্রা। – পূর্ব্ববৎ।

কেমোমিলা (Chamomilla)।—ছেলেদের রাত্রিতে া বৃদ্ধি পাইলে, অতিশয় ক্রন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসে ফোঁস ফোঁস ় থাকিলে।

মাত্রা।—দুইটি ক্ষুদ্র বটীকা, অর্দ্ধেকটী বটীকা বা অর্দ্ধ ঁটা আরক উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দুই তিন ঘণ্টা ন্তর।

সিনা। (Cina)—সন্তান দিগের কাসীতে ও ক্রিমির দ্রবে কোন কোন প্রকারের হাঁপানি কাসি হইলে সঙ্গে সঙ্গে াব লক্ষণ থাকিলে, শুষ্ক স্বরভঙ্গ, কাঁপা লক্ষন থাকিলে।

মাত্রা।—ডালকামারার যেরূপ।

ভেরেট্রম (Veratrum.)।—শুষ্ক খণ্ড খণ্ড কাসীতে শ্বাস-ধ, বমন হইয়া মুর্চ্ছা, হাঁপানি কাসীর ন্যায় শ্বাস ফেলিয়া কর এবং সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হইলে।

ফস্ফরস্। – দীর্ঘকাল স্থায়ী কাসী, বিশেষতঃ ফুসফুসে

কোন রোগের সঙ্গে যোগ থাকিলে, বুকেটান ধরা ওটাটানি থাকিলে।

মাত্রা।—ডালকামারার যেরূপ।

পেট ফাঁপা।

(Flatulency.)

কারণ।—যাহাদের পরিপাক কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না তাহাদের অপরিমিত অপরিপক্ক ফলমুলাদি আহার, অতিরিক্ত ভোজন।

লক্ষণ।—এই রোগের লক্ষণ এত স্পষ্ট যে ইহার বিস্তার বর্ণন প্রয়োজন করে না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাস প্রশ্বাসের অল্পতা, মস্তিষ্কঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।—উপযুক্ত শরীর চালনা, এবং পীড়ার কারণ পরিত্যাগ করা আবশ্যক, তাহা হইলে লিখিত ঔষধ সমুদয় খুব কার্য্যকারী হইবে

নক্সভমিকা।—অতিরিক্ত পান জনিত পাকস্থালী দৃঢ় এবং স্ফীত বোধ হইলে।

মাত্রা।—তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা বা এক ফোঁটা আরক উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর।

পলসেটীলা এবং চায়না।—তৈলাক্ত মাংস এবং

খাদ্য আহারে রোগের উৎপত্তি হইলে এই উভয় ঔষধই বিশেষ উপযোগী।

উদ্গার এবং বমন।

(NAUSEA AND VOMITTING..)

উদরস্থ পদার্থ বহির্গত করিয়া দিবার ইচ্ছা।

চিকিৎসা।—বিভিন্ন এবং বিপরীত কারণ হইতে যে রোগের প্রকাশ পায় তাহা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা ও বিবেচনার আবশ্যক।

নক্সভমিকা।—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের কিম্বা মদ্যপায়ী দিগের কৃমি সম্ভূত অথবা অতিরিক্ত ভোজনজনিত বমি হইলে এবং বমন দ্রব্য সকল রক্ত ও তিক্ত, পীত সবুজ, শ্লেষ্মা বা অম্ল বিশিষ্ট হইলে।

মাত্রা।—তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক এক দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর।

পলসেটীলা।—অতিরিক্ত আহারে, কিম্বা তৈলাক্ত বস্তু আহারে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া বমন, পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আহারের পর উদ্গার ও বমি।

মাত্রা।—নক্সভমিকার যেরূপ।

অজীর্ণ।

(INDIGESTION.)

কারণ।—গুরুপাক বস্তু অধিক আহার, খাদ্য বস্তু ভালরূপ না চিবাইয়া খাওয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান বা জলপান, আহারের অব্যবহিত বা অধিক পরে আহার, পারদ কিম্বা অতিরিক্ত রেচক ব্যবহার, আহারের অব্যবহিত পরে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম।

লক্ষণ।—বমন, ক্ষুধা মান্দ্য, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা, আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা, ভার, অসুখ বোধ, ক্ষীণতা, ক্রমে অনাশক্তি, মলাযুক্ত জিহ্বা, অরুচি, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ কখন বা দাস্ত কিম্বা কোন সময়ে পর্য্যায়ক্রমে একের পর অন্য, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, বমন, কর্ণে শব্দ বোধ, চক্ষুর সম্মুখে দাগ, হৃৎপীণ্ডের স্পন্দন, মুখে অনবরত জল ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—রোগীর পরিমিত ও উপযুক্ত সময়ে আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। অতিরিক্ত আহার, অসময়ে বা পুনঃপুনঃ আহার, আহারান্তে অতিরিক্ত পান, অলসতা, শরীরে অবহেলা অথবা পান ইত্যাদি নিষেধ।

নক্স ভমিকা।—প্রায় সমস্ত অজীর্ণতায় এই ঔষধ উপকারী; বিশেষতঃ সর্দ্দি লাগিয়া, মদ্যপান এবং অতিরিক্ত ভোজনে যে অজীর্ণতা হয়, তাহাতে মলবদ্ধ হইয়া অর্শরোগ উৎপন্ন হইলে, মুখতিক্ত কিম্বা অন্যরূপ বিস্বাদ যুক্ত হইলে,

তজ্জন্য আহারের পর উদ্গীরণ, মস্তকঘূর্ণন, অম্লউঠা, বুকজ্বালা এবং মুখে জল উঠিলে।

মাত্রা।—তিনটি ক্ষুদ্র বটীকা, একটিবটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

সলফার।—গা বমি বমি থাকিলে, পেটে বেদনা, মুখে অম্ল বা তিক্তজল উঠা, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ফাঁপা, ও অসুখ বোধ হইলে।

মাত্রা।—তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক লক্ষণের আবশ্যকতানুসারে প্রত্যেক এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর।

ক্যালসিস্থ।—ক্লেশযুক্ত সবুজ ও হলদে মল পড়িলে, মলাশয় বিস্তার হইয়া পড়িলে, খেঁচান বা বেদনা থাকিলে, অম্ল দাস্ত ও বমি হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

মাত্রা।—পূর্ব্ববৎ।

কোষ্ঠবদ্ধ।

(CONSTIPATION.)

কারণ।—শারীরিক পরিশ্রম না করিলে এবং পিত্তের অল্পতা বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।

নক্সভমিকা।—অতি শক্ত বা তরল খাদ্য দ্বারা কিম্বা খাদ্যের অল্পতা দ্বারা কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে। মস্তক ঘূর্ণন বা শীরঃ-পীড়া থাকিলে।

মাত্রা।—তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা বা এক ফোঁটা আরক রোগ শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি দিন প্রাতে ও রাত্রে সেবন করা কর্ত্তব্য।

ওপিয়ম।—শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে, ঢেলার ন্যায় শক্ত মল ত্যাগ হইলে শিরঃ ঘূর্ণন ও শিরঃ-পীড়া, শুষ্ক মুখমণ্ডল রক্তিম, ও উদর ভারি বোধ হইলে।

মাত্রা।—নক্সভমিকার যেরূপ।

সলফার।—পুরাতন রোগে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, মল শক্ত ও অর্শ রোগের উপক্রম থাকিলে।

মাত্রা।—নক্সভমিকার যেরূপ।

আনুষঙ্গিক উপায়।—কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য প্রতিদিন উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম, অল্প আহার ও সুপক্ক ফল ভক্ষণ করা আবশ্যক।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, কোন রোগীকে ঈষৎ উষ্ণ জলের পীচকারী দেওয়া আবশ্যক।

অর্শ।

কারণ।—সর্ব্বদা বসিয়া থাকা। কোষ্ঠ বদ্ধ।

লক্ষণ।—অর্শ দুই প্রকার অন্তর্বলী ও বহির্বলী। কখন বা রক্ত পাত হয় কখনও বা হয় না। উত্তাপ, চুলকানি, গুহ্য দ্বার ভারি বোধ। পৃষ্ঠ এবং উরু দেশে বেদনা, সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার ইচ্ছা।

চিকিৎসা।

নক্সভমিকা ও সলফার।—সর্ব্বদা অলসতা নিবন্ধন, উত্তেজক সুরাপানে ও গর্ভাবস্থায় এই রোগ হইলে।

মাত্রা।—একটী ঔষধের তিনটী ক্ষুদ্রবটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক দিনে তিনবার; প্রথম নক্সভমিকা তৎপর সলফার অথবা পুরাতন রোগে পর্য্যায়ক্রমে উভয় ঔষধ।

আনুসঙ্গিক উপায়।—বলী উপযুক্ত রূপ পরিষ্কার রাখা, বাহির হইয়া পড়িলে ধৌত করিয়া মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, অঙ্গুলি দ্বারা পুনঃ পুনঃ চাপিয়া দেওয়া, লঘু আহার, নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম। যাহার যতদূর সম্ভবপর বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য।

কৃমি।

(WORMS.)

লক্ষণ।—উদরে অসুখ বা বেদনা, কখন উদর শক্ত ও স্ফীত, কখন দাস্ত বা কোষ্ঠ বদ্ধ; কোঁত পাড়াতে শ্লেষ্মা মল এবং

রক্তপাত, প্রস্রাবে কষ্ট, জিহ্বা অপরিষ্কার, দুষনীয় নিশ্বাস, কখন ক্ষুধা মান্দ্য, কখন বা অতিশয় ক্ষুধা, নাসিকা ও মল দ্বারে চুল-কানি, নিদ্রিতাবস্থায় দাঁত চিবান, চক্ষু কোঠরে স্থিত, মুখ বিবর্ণ, শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক, শরীর ক্ষীণ ও ভয়াতুর।

চিকিৎসা।

সলফার।— পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ গুলি থাকিলে।

মাত্রা।— দুইটী ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক প্রাতে ও রাত্রিতে শূন্য উদরে সেবন।

সিনা।— গোল বা ফিতার ন্যায় কৃমি হইয়া মলাশয়ে শূল বেদনা হইলে, রাত্রিতে চমকিয়া উঠিলে এবং পেট ফাঁপিয়া উঠিলে।

মাত্রা।—সলফারের যেরূপ।

ইগনেসিয়া।—অস্থিরতা, ঘুম হইয়া চমকিয়া উঠিলে, মুখে বেদনা, হরিৎ ও সাদা মল থাকিলে।

মাত্রা।—সলফারের যেরূপ।

শিরঃ ঘূর্ণন।

কারণ।—অজীর্ণতা, অপরিমিত শরীর চালনা উপবাস, রক্ত নিঃসরণ।

লক্ষণ।— উদ্বিগ্নতা, পড়িবার আশঙ্কা, মানসিক বিকৃতি, কর্ণ ভোঁ ভোঁ করা, বস্তু সকল অপরিষ্কার রূপে দৃষ্ট হওয়া এবং স্থানান্তরিত দেখায়।

চিকিৎসা।— অপরিপাকযনিত শিরঃ ঘূর্ণন হইলে অজীর্ণের চিকিৎসায় যেরূপ উল্লেখ হইয়াছে সেইরূপ চিকিৎসা বিধেয়। অন্যান্য কারণ থাকিলে সেই সমুদয় কারণও দূর করিতে হইবে।

বেলাডোনা।— মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ মণ্ডল লাল ও স্ফীত, চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ হইলে, কর্ণে অস্বাভাবিক শব্দ প্রবল হইলে এবং নানাবিধ দৃষ্টি বৈলক্ষণ্য হইলে।

মাত্রা।— তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দুই তিন ঘণ্টা অন্তর।

সিনা।—অনেক রক্তপাত বা শারীরিক দ্রব পদার্থের হ্রাস বশতঃ এই রোগের উৎপত্তি হইলে।

মাত্রা।—বেলাডোনার যেরূপ।

ফস্‌ফোরস্‌।— পুরাতন মস্তক ঘূর্ণন, অতিশয় বমন, শীরঃপীড়া থাকিলে, মস্তকে ক্ষত আছে এরূপ বোধ হইলে।

মাত্রা।— বেলাডোনার যেরূপ।

ওপিয়ম্‌।— স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের ভয়জনক মস্তক

ঘূর্ণন হইলে, সঙ্গে সঙ্গে গুন গুন শব্দ শুনা গেলে, শিরঃপীড়া থাকিলে।

মাত্রা।— বেলাডোনার যেরূপ।

শিরঃপীড়া।

মস্তিষ্ক বা শারীরিক অন্য কোন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে এই ব্যায়রাম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

নক্সভমিকা।— পড়িতে পড়িতে মাথা ধরিলে, অলসতা ও পান দোষ জনিত কোষ্ঠ অপরিষ্কার, অর্শ রোগের উপক্রম, প্রাতে কিম্বা আহারের অব্যবহিত পরে অপাক জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইলে, বিশেষতঃ অতিশয় শিরঃপীড়া, চক্ষুর উপরিভাগে ভার বোধ, কপাল বিদীর্ণ হইয়া পড়ে বোধ হইলে।

মাত্রা।— উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক এক দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর।

পলসেটিলা।—অজীর্ণতা বশতঃ শিরঃপীড়া থাকিলে বিশেষত স্ত্রীলোক দিগের শিরঃপীড়ায়, বেদনা এক পার্শ্বে বদ্ধ থাকিলে, মস্তিষ্কে চাপ ও মস্তিষ্ক উড়িয়া যায় এরূপ বোধ হইলে।

মাত্রা।— নক্সভমিকার যেরূপ।

বেলাডোনা। —সম্মুখ ললাটে চক্ষুর উপরিভাগে সম্পূর্ণ ভারি বোধ হওয়া, আলো, শব্দ ও শরীর চালনায় অতিশয় কষ্ট বোধ হইলে। রগ ধপ্ধপ্ করিলে, মস্তক উষ্ণ ও মুখমণ্ডল আরক্তিম হইলে।

মাত্রা। —নক্সভমিকার যেরূপ।

ব্রাওনিয়া। —বাতঘটিত শীরঃপীড়ায়, সমস্ত মস্তকে বেদনা বিস্তৃত হইয়া পড়িলে। মস্তকের অন্যান্য স্থানে সর্দ্দি প্রযুক্ত বেদনা থাকিলে, প্রায়ই আহারের পর বৃদ্ধি হইলে; মস্তক ছিঁড়িয়া পড়া বোধ হইলে।

মাত্রা। —নক্সভমিকার ন্যায়।

ইগ্নেসিয়া। —স্নায়ু প্রধান ব্যক্তি দিগেরপক্ষে। মস্তকে চাপ বোধ এবং বেদনা বৃদ্ধি হইলে।

মাত্রা। —নক্সভমিকার ন্যায়।

কফিয়া। —মস্তকের উপরি ভাগে অবিচ্ছেদ বেদনা। পার্শ্বে এবং সম্মুখে নত হইলে বৃদ্ধি অনুভব।

কর্ণ হইতে পূঁয পড়া।

চিকিৎসা

মার্কিউরিয়াস। —কর্ণহইতে পীতবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং কন্কন্ বেদনা থাকিলে এবং কর্ণমূল স্ফীত হইলে।

মাত্রা।—দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা, একটি বটিকা বা ফোঁটা আরক দিনে তিনবার।

হেপার সলফার।—পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে পারা সেবন করিলে এবং শ্লেষ্মার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকিলে।

মাত্রা।—পূর্ব্ববৎ।

সলফার।—পূর্ব্বের ঔষধে যদি উপকার বোধ না হয়।

মাত্রা—পূর্ব্ববৎ।

গলাস্ফীত।

লক্ষণ।—ঈষৎ জ্বরের সঙ্গে স্ফীত হইয়া গাড়ি পর্য্যন্ত বেদনা এবং কর্ণ হইতে মাড়ি পর্য্যন্ত স্ফীত।

চিকিৎসা।

মারকিউরিয়স্।—মাড়িতে ঘা এবং টাটানি, অতিশয় কষ্ট বোধ হইলে।

মাত্রা।—দুইটি ক্ষুদ্র বটীকা একটি বটিকা বা একফোঁটা আরক প্রত্যেক চারি ঘন্টা অন্তর।

বেলেডোনা।—গলাধঃকরণ কষ্টকর।

মাত্রা—পূর্ব্ববৎ।

স্ফীত গ্রন্থি।

চিকিৎসা।

মার্কিউরিয়াস।—সন্ধি প্রযুক্ত কণ্ঠপ্রদেশ, গলদেশ ও মাড়িপ্রদেশ স্ফীত লাল, উষ্ণ, দৃঢ় বেদনা যুক্ত হইলে।

মাত্রা।—দুইটি ক্ষুদ্র বটীকা বা একটি বটিকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

বেলাডোনা—অতিশয় প্রদাহ, স্ফীত স্থান রক্তবর্ণ ও উষ্ণ, বেদনা যুক্ত এবং জ্বরভাব থাকিলে।

মাত্রা।—পূর্ব্ববৎ।

হেপার সলফার—স্ফীত স্থান কোমল, ধপ্ ধপ্ বেদনাযুক্ত, ভিতরে পূঁজ হইলে।

মাত্রা।—পূর্ব্ববৎ।

স্পঞ্জিয়া।—শরীরের কোন স্থান স্ফীত হইলে।

মাত্রা।—পূর্ব্ববৎ।

স্ফোটক।

চিকিৎসা।—পাক হওয়ার জন্য রাত্রে এবং প্রাতে উষ্ণ পুলটিস দিতে হইবে। তৎপরে পূঁজ বহির্গত করিতে হইবে।

আর্ণিকা।—অতিশয় বেদনা থাকিলে একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

একোনাইট।—সঙ্গে সঙ্গে একটু বেদনা থাকিলে।

মাত্রা।—আর্ণিকার ন্যায়।

হেপার সলফার—স্ফোটকে পুঁজ হইলে এবং মুখ না হইলে।

মাত্রা।—অর্ণিকার ন্যায়।

সলফার।—স্ফোটক নিবারণ জন্য।

চুলকানি।

কারণ।—অতিশয় গুরুপক্ক ও পচা আহার। অতি উগ্র পানীয়, অতিশয় উত্তাপ, শীত ও পুরাতন রোগ।

চিকিৎসা।

সলফার।—সমস্ত শরীরে চুলকানি থাকিলে, শয়ন কালে তাহাবৃদ্ধি, চক্ষের শুষ্কতা এবং অতিশয় পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে।

মাত্রা।—ক্ষুদ্র দুইটী বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রাতে এবং রাত্রে।

মার্কিউরিয়স্। —শরীর আর্দ্র হইলে।

রসটকস্।—জ্বালা এবং চুলকানি থাকিলে।

মাত্রা।—সলফারের যেরূপ।

আর্সেনিক।—চুলকানি, সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা ও জলবৎ পদার্থ নির্গত হইলে।

মাত্রা।— সলফারবৎ।

উষ্ণজলে স্নান উপকারী এবং আহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক।

ক্লান্তি।

অধিক পরিশ্রমে শরীর আয়াসিত হইয়া পড়িলে প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর আর্ণিকার দুইটী ক্ষুদ্র বটীকা বিশেষ উপযোগী।

বাতরোগ।

জ্বরের সহিত বাত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে (Acute) বা নূতন বাত বলে এবং জ্বর না থাকিলে তাহাকে (Chronic) বা পুরাতন বলে।

চিকিৎসা।

একোনাইট।—নূতন বাতে, বিশেষতঃ হাঁটু প্রভৃতিতে বাত থাকিলে, কম্প, দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি, দ্রুত ও পূর্ণ নাড়ী।

মাত্রা।—তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটীকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

বেলাডোনা।—এরূপ অবস্থায় বিশেষতঃ গ্রন্থিতে বিদ্ধবৎ জ্বালাযুক্ত বেদনা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনাতে এবং সায়ংকালে বৃদ্ধি হইলে; চর্ম্ম লাল উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল আরক্তিম, গলনালীতে ধপ্ ধপ্ শব্দ হইলে।

মাত্রা।—একোনাইটের যেরূপ।

ব্রাওনিয়া।—বিদ্ধবৎ বেদনা, আক্রমিত স্থানের চালনাতে বেদনা বৃদ্ধি, গাঁট ভিন্ন অন্যস্থান পর্য্যন্ত বেদনা বৃদ্ধি এবং সেই স্থান স্ফীত।

মাত্রা।—একোনাইটের যেরূপ।

সলফার।—পূর্ব্ববর্ত্তী ঔষধ সকল প্রয়োগ করিয়া কোন ফল না হইলে; টেনেধরা, সূচবিদ্ধবৎ ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি এবং উত্তাপে উপশম বোধ।

মাত্রা।—একোনাইটবৎ।

পলসেটীলা—স্থানে স্থানে বেদনা, ছিঁড়িয়া যাওয়া বেদনা, চালনাতে এবং তাপে বৃদ্ধি শীতল লাগিলে উপশম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল এবং অবশ হইলে।

মাত্রা।—একোনাইটের যেরূপ।

রসটক্স্।—চিবান জ্বালা বিশিষ্ট বেদনা, রাত্রিতে এবং

ঋতু পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি, আক্রমিত স্থান লাল এবং ফুলা থাকিলে।

মাত্রা।—একোনাইটের যেরূপ।

ক্ষত(কাটা)।

শীতল জল কিম্বা বরফ দিয়া রক্ত বন্ধ করা উচিত। ক্ষত স্থান ঠাণ্ডা বায়ুতে খোলা রাখিয়া আর্ণিকার (Lotion) আরকে লিণ্ট বা তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে সংলগ্ন রাখা উচিত।

দগ্ধ।

প্রথমতঃ কাঁচা তিসির তৈল সমান পরিমাণে চূনের জলে মিশ্রিত করিয়া সমস্ত দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবে। বেদনা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে সেইরূপ করিবে।

ঔষধ।—আর্ণিকা।

মাত্রা।—দুইটি ক্ষুদ্র বটীকা, একটী বটিকা বা এক ফোঁটা আরক প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

একোনাইট।—প্রথম বিপদ অতিক্রম করিয়া জ্বর এবং প্রদাহ বর্ত্তমান হওয়ার সম্ভব থাকিলে।

মাত্রা।— আর্ণিকার যেরূপ।

পোকাদির দংশন।

চিকিৎসা।—দেড় পোয়া শীতল জলে এক কাঁচ্চা আর্ণিকার অমিশ্র আরক মিশ্রিত করিয়া লোসন দ্বারা বেদনা নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধৌত করিবে; এবং উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনটী ক্ষুদ্র বটীকা প্রত্যেক ঘণ্টায় সেবন করিবে।

ওলাউঠার চিকিৎসা।

ওলাউঠা অতি ভয়ানক ব্যায়রাম; এই ব্যায়রাম হইতে রক্ষা পাওয়া একরূপ সৌভাগ্যের বিষয়। এইব্যায়রাম চিকিৎসার ভাল ঔষধ হোমিওপ্যাথিক ভিন্ন আর কোন মতে আদৌ নাই।

চিকিৎসা।

সামান্য হইলে।—ইপিকাকিউয়েনা দেওয়া উচিত।

একোনাইট।—যখন নাড়ী সমূহের অতিশয় উত্তেজনা থাকে, অতিশয় উত্তাপ এবং গাত্রের শুষ্কতা। অতিশয় মানসিক উদ্বিগ্নতা ও ভয়; সম্পূর্ণ এবং অনবরত নাড়ীর গতি থাকে। ঈবৎ সবুজ বমন, শিরোঘূর্ণন, মল ঈষৎ সাদা, মলের সঙ্গে কৃমি।

মাত্রা।—এক বিন্দু এককাঁচ্চা জলে পোনের বা ত্রিশ মিনিট অন্তর।

ক্যাম্ফার।—ওলাউঠার প্রথম অবস্থাতেই এই ঔষধী প্রয়োগ করা উচিত। প্রকৃত চাউল ধোওয়া জলের ন্যায় ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে ক্যাম্ফারের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।

আর্সেনিক।—অতিশয় উদ্বিগ্ন, অস্থিরতার একশেষ; জিহ্বাশুষ্ক, কান ফাটা, উদরে অতিশয় জ্বালাযুক্ত বেদানা। জলবৎ, আঠাবৎ, অম্ল সবুজ, কালবর্ণ পদার্থ বমন। পানের পরেই বৃদ্ধি। অতিশয় উদ্বেগ, এপাশ ওপাশ করা; প্রস্রাব না হওয়া, নাড়ী বিলুপ্ত ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

মাত্রা।—একবিন্দু আরক এক কাঁচ্চা জল এক বা দুই ঘন্টা অন্তর।

প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে রোগের প্রথম অবস্থায় ইপিকা ও এসিডিকম এবং শেষ অবস্থায় কার্ব্বিভেজ ব্যবহার করা উচিত। রোগী অস্থির হইয়া এপাশ ওপাশ করিলে আর্সিনিক, সমস্তশরীর ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ক্যাম্ফার।

কলোসিন্থ।—প্রথমতঃ ভক্ষ্য দ্রব্য বমন পরে একপ্রকার সবুজ পদার্থ নির্গমন, নিম্নোদরে অতিশয় বেদনা।

ক্রোটন।—মল,জলবৎ সাদা, কোষ্ঠমিশ্রিত, পান করিলেই বৃদ্ধি এবং হঠাৎ শব্দ পূর্ব্বক মল নির্গমন।

কুপ্রম মে।—অতিশয় বমন, শূল এবং উদরাময় সহকারে; অক্ষি গোলক ঘূর্ণন, অতিশয় অস্থিরতা এবং শীতলতা।

ভেরাট্রমএলবম।— শবের ন্যায় রক্ত হীন মুখশ্রী, শুষ্ক ঈষৎ কাল এবং আঠা জিহ্বা, শীতল পানীয় জন্য অতিশয় তৃষ্ণা। প্রচুর বমন, বমনেরপর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উদরে অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা, খিলধরা থাকিলে।

মাত্রা।— (৩ য় ডাঃ) এক বিন্দু এককাচ্চা জলে ১০।১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর।

ক্যান্থারিশ।—শরীর উষ্ণ হওয়া সত্বেও যদি প্রস্রাব না হয় এবং ঘন ঘন প্রস্রাবের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে।

মাত্রা।— (৩ য় ডাঃ) একবিন্দু এক কাচ্চা জলে এক বা দুই ঘন্টা অন্তর।

বেলেডোনা।— শীতলাবস্থাতে চক্ষু রক্ত বর্ণ; রোগী কখন কখন শয্যা হইতে ঝাঁকিয়া উঠে, মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ শীরঃপীড়া, নিদ্রাবলা এবং বিকারের অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান।

মাত্রা।— (৩ য় ডাঃ) একবিন্দু এককাচ্চা জলে অর্দ্ধ ঘন্টান্তর।

সিনা।—কখন কখন পেটে বেদনা থাকা জন্য প্রতিক্রিয়া না হইলে কিম্বা অসম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়া থাকিলে, নাসিকাগ্র ও মলদ্বার চুলকান।

মার্কুরিয়াস করো।—চাউল ধৌত জলের ন্যায় ভেদ নহে। রক্ত ভেদ এবং তৎসঙ্গে আম থাকিলে। আম না থাকিলে ইপিকাক ব্যবস্থা করা উচিত।

মাত্রা।—(৩য় ডাঃ) এক বিন্দু এক কাঁচ্চা জলে দশ পোনের মিনিটান্তর।

নকস্ ভমিকা।—অপাচ্য আহার, রাত্রি জাগরণ, মদ্য পানে রোগ হইলে, অল্প অল্প পিত্তযুক্ত, দাস্তের সঙ্গে গড় গড় শব্দ বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে; ঘন ঘন মল ত্যাগের ইচ্ছা অথচ অত্যন্ত মল ত্যাগ; জিহ্বা অতিশয় অপরিষ্কার।

সলফার।—মন অতিশয় পরিবর্ত্তন শীল, সঙ্গে সঙ্গে-অতিশয় বেদনা কিম্বা বেদনা বিহীন, প্রাতে রোগের বৃদ্ধি; মল অতিশয় ক্ষয় কারী, বার বার রোগের পুনরাক্রমণ।

মাত্রা।—(৩য় ডাঃ) এক বিন্দু এক কাঁচ্চা জলে দিবসে দুই একবার মাত্র।

প্রতি ষেবক।

ওলাউঠা কোন স্থানে বহু ব্যাপক রূপে হইলে, সেই স্থানের লোক দিগের ডাক্তার রুবিনীর ক্যাম্ফার এক ফোঁটা পরিমাণ চিনিতে মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুই তিন বার সেবন করা উচিত। উক্ত ডাক্তার লুপ্তি, কুপ্রম ও ভেরাট্রম সেবন করিতে বলিয়াছেন।

ওলাউঠার বৃদ্ধির সময় নিম্ন লিখিত নিয়ম গুলি পালন করিবে। বায়ু সঞ্চালনোপযোগী বিস্তৃত শুষ্ক ঘরে শয়ন করা বিধেয়। বাড়ীর নিকট কোন প্রকার গলিত বা মৃত দেহ বা উদ্ভিজ্জ রাখিবে না। হিমের মধ্যে বাহিরে ভ্রমণ, ভিজা পরিধেয়

বস্ত্র, ভিজা জুতা ও মোজা ব্যবহার করিবে না। শরীর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ কাপড় ব্যবহার করিবে।

শিশুদিগের ওলাউঠা।

একোনাইট। —চিকিৎসা আরম্ভে, শরীর উষ্ণ, দ্রুত নাড়ী, অনিদ্রা, মল সবুজ, জলবৎ অথবা আঠাবৎ শ্লেষ্মা, মলত্যাগের সময় এবং পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কোঁতপাড়া।

এথুসাসিন্। —অতিশয় মন্দ অবস্থায়, মল ঈষৎ পীত অথবা তরল সবুজ। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে চিমটি কাটার ন্যায় কর্ত্তনবৎ বেদনা। জমাট দুগ্ধ বমন।

এণ্টিমন ক্রুড। —জিহ্বা সাদা অচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, মুখ এবং ওষ্ঠ অতিশয় শুষ্ক; তৃষ্ণা রহিত, আঠাবৎ শ্লেষ্মা অথচ চাপ, দধি বমন; মল জলবৎ এবং প্রচুর।

এপিস্ মেল।— জিহ্বা শুষ্ক এবং উজ্জ্বল, ক্ষুধা বা তৃষ্ণা রহিত, মল ঈষৎ সবুজ, পীত আঠাবৎ শ্লেষ্মা, মলত্যাগের সময়ে কামড়ানি এবং কোঁতপাড়া।

আর্সেনিক। —মৃতবৎ মুখশ্রী, চর্ম্ম শুষ্ক এবং সঙ্কোচিত, মল ঘন ঘোর অথবা ঘোর জলবৎ, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

বেলাডোনা।—মুখমণ্ডল আরক্তিম, মুখ এবং ওষ্ঠ উভয়েই শুষ্ক। জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা অচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। পার্শ্ব লাল, মল তরল সবুজ, শ্লৈষ্মিক বা রক্ত মিশ্রিত শ্লৈষ্মিক।

বিস্মথ।—উদরাময় এবং বমন উভয়েই বর্ত্তমান, কিন্তু বমন অধিক। যাহা আহার করে এবং পান করে সমস্তই উঠিয়া যায়, উদর স্ফীত, চক্ষুর চারিদিকে নীল রেখা।

কার্ব্বভেজ।—অতিশয় ফিকা অথবা মুখমণ্ডল সাদা। পীত বর্ণ। মল অম্লরং বিশিষ্ট। অনিচ্ছা সত্বে মলত্যাগ, দুর্গন্ধ, শবের ন্যায় গন্ধ।

কেমোমিলা।—মুখমণ্ডল লাল এবং গরম; শূল সহকারে সবুজ জলবৎ ক্ষয়কারী মলত্যাগ। ডিমের ন্যায় সাদা পীত শ্লেষ্মা মিশ্রিত।

চায়না।—নিম্নোদরের স্ফীততা। মলপীত জলবৎ, অজীর্ণ।

সিনা।—নাসিকা চুলকানি এবং থুতু ক্ষেপ করা, ভাতের মণ্ডের ন্যায় সাদা মল, নিদ্রাবস্থায় দন্ত ঘর্ষণ।

ক্রোটন।—শুষ্ক দগ্ধবৎ ওষ্ঠ, বমনোদ্বেগ অল্প। পীত জলবৎ, ঘোর সবুজ অথবা সবুজ আভাযুক্ত পীতমল।

ডালকামারা।—শরীর শুষ্ক ও উত্তপ্ত; শীতল পানীয় জলতৃষ্ণা, মলপীত আভাযুক্ত, সবুজ জলবৎ বা ঈষৎ সাদা। মলত্যাগের সময়ে এবং পূর্ব্বে শূল।

ইপিকাক্।—মুখ ফিকা, চক্ষু নীলরেখা বেষ্টিত, পীত আভাযুক্ত, সাদা আবরণে আচ্ছাদিত জিহ্বা, প্রায় সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ ও বমন; শিশু ভুক্ত দ্রব্য ও অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন করিয়া ফেলে; মল ঠিক ঘাসের ন্যায় সবুজ।

মার্কুরিয়স্।—শুষ্কওষ্ঠ, মুখগহ্বরের কোনে ক্ষত, যেন পালকে আচ্ছাদিত জিহ্বা, মল গন্ধকের মত পীতরং। কখন কখন আঠাবৎ অথবা অল্প লাল।

নক্স্ভমিকা।—ঘন পীত আভা, সাদা আচ্ছাদনযুক্ত জিহ্বা, মাড়ী স্ফীত, মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত। মল অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট। শ্লেষ্মা বমন।

ফস্ফোরাস্।—ফিকা এবং চক্ষু কোঠরে প্রবিষ্ট নীল রেখা দ্বারা বেষ্টিত, মল সাদা জলবৎ, চর্ব্বি টুকুরার ন্যায় চাপ চাপ।

পলসেটীলা।—জিহ্বা আঠাবৎ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত, তৃষ্ণা রহিত, মল পরিবর্ত্তনশীল, দুই মলে সাদৃশ নাই, রাত্রিতে বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে মলাশয়ে গভীর শব্দ; মলত্যাগের সময় শীত।

সিলিসিয়া।—বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট শিশু, শরীরের রস নির্গত হওয়ায় উপযোগী কাটা ঘা, মল তরল, আঠাবৎ ফেনাযুক্ত অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা। শূল এবং উদর স্ফীত।

সলফার।—শিশু দিনে নিদ্রিত রাত্রিতে জাগরিত। মল অতিশয় পরিবর্ত্তন শীল হাত ও পায় তালুয়া অতি গরম।

থুজা।—ঠাণ্ডা পানীয় জন্য অতিশয় ইচ্ছা, শীঘ্র শীঘ্র অবসন্নতা, নিশ্বাস অবরোধ, অতিশয় দুর্ব্বল, মল পীত জলবৎ অতিশয় প্রচুর।

ভেরাট্রম এলবম্।—কপালে শীতল ঘর্ম্ম; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কালরং বিশিষ্ট; অত্যল্প তরল বস্তু পানে বমন বৃদ্ধি, অঙ্গ চালনাতে বমন বৃদ্ধি, মল সবুজ জলবৎ, মলত্যাগের সময়ে কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

শিশু চিকিৎসা।

জন্মের পর চিকিৎসা।

জন্ম হইবার অব্যবহিত পরেই শিশুকে এক খণ্ড ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া রাখা কর্ত্তব্য; কারণ ব্যবহার দ্বারাই শিশু বায়ুর দোষ গুণ সহ্য করিতে শিক্ষা করে। গরম জল দ্বারা শরীর ধৌত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অধিক ক্ষণ ধৌত করা যুক্তি সঙ্গত নহে। ঘরটি নির্জ্জন এবং অন্ধকার ময় রাখা কর্ত্তব্য। এবং গন্ধ যুক্ত জিনিষ দূরে রাখা উচিত। বালককে প্রত্যহ দুই বার স্নান করান কর্ত্তব্য এবং ইহা দ্বারা ত্বকের কার্য্য পরিরক্ষিত হয়। প্রাতঃকালেই শিশুকে স্নান করান কর্ত্তব্য। যখন বিছানা হইতে উঠান যায় তখন স্নান করান কর্ত্তব্য এবং রাত্রিতে আবার শুয়া-

ইবার পূর্ব্বে স্নান করান বিধি। মস্তক ভিন্ন সমুদয় শরীর জলে ডুবাইয়া স্নান করানই বিধিযুক্ত।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যে জননী শিশুর সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র দিয়া রাখেন কিন্তু এরূপ ব্যবহার কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ তদ্দ্বারা শিশুর কোন না কোন অঙ্গ খারাপ হইয়া যাইতে পারে এবং শিশু চিরকাল রুগ্ন হইয়া থাকিতে পারে।

জন্মের পরই প্রায় দুই তিন ঘণ্টা শিশু নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, তাহার পর তাহার আপন ইচ্ছাতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে মাতার বুকের নিকট দেওয়া উচিত এবং সেই সময়ের মধ্যে মাতাও বেশ ভাল হইয়া উঠেন। যদি সন্তান দিগের মল ত্যাগ না হয় তাহ হইলে তাদৃশ ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা করে না। দুই এক চামচা সরবত গরম করিয়া দিলে এই কার্য্য হইতে পারে। তাহাতেও যদি বালক সুস্থতা বোধ না করে তাহা হইলে প্রত্যেক ছয় ঘণ্টা অন্তর ওপিয়ম, নক্সভমিকা, ব্রাওনিয়া লক্ষণ অনুসারে দেওয়া উচিত।

বালক দিগের চক্ষুর উত্তেজনা।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিশুগণ চক্ষুর ব্যায়রাম লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ইহার কারণ প্রায় এই যে মাতার

শ্বেত প্রদর বহির্গত হইতে থাকে যদি তাহা শিশুর চক্ষুতে লাগে তাহা হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা।— যদি ঠাণ্ডা বশতঃ হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক দুই ঘণ্টান্তর একোনাইট এবং ক্যামোমিলা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। তাহার পর তিন দিন দিবা-রাত্র আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (Argontum Nitricum) ব্যবহার করা বিধি। অনেক সময়ে (Euphrasia) ইউফ্রেসিয়ার বাহ্য প্রয়োগ এবং সেবন করিলে কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

মাথা ঠাণ্ডা।

বালকদিগের প্রায়ই এই ব্যায়রাম হইয়া থাকে। নাসিকা বন্ধ হইয়া যায় এবং নিশ্বাস ফেলিতে ও দুধ খাইতে সমধিক যাতনা পাইয়া থাকে। যখন খাইতে থাকে তখন বক্ষঃ হইতে একরূপ শব্দ উত্থিত হয়। ভিজা গামছা স্থাপন করিয়া রাখিলে এক বা দুই দিনের মধ্যে সারিয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট।—যদি চক্ষু গরম থাকে, জ্বর বোধ হয় এবং অস্থিরতা থাকে। প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

ইপিকাকিউয়েনা।—যদি জ্বরভাব বা চলিয়া গেলেও বাধ বাধ বোধ হয়। বিশেষতঃ, যদি কাশী থাকে, বুকে শব্দ থাকে, মুখ লাল বর্ণ এবং বিকৃত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, সবুজ বর্ণের মল থাকিলে প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

জেলসিমিনাম্।—ঠাণ্ডা, অস্থি মধ্যে ক্ষত, চক্ষুর উত্তেজনা, নাসিকা হইতে পাতলা এবং জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হওয়ায়।

কালিবিচ।-- কণ্ঠ পর্য্যন্ত যখন বিস্তৃত অনুভব হয় এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে।

মাত্রা।— প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

চিৎকার এবং জাগ্রত হওয়া।

বালকগণ যে প্রায়ই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া থাকে তাহাতে তাহাদের একটী বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র পরিষ্কৃত এবং বক্ষস্থল বিস্তৃত হয়। যখন চীৎকার করিয়া কাঁদাটা খুব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে এবং অতিরিক্ত বেশী বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহার একটি উপশম করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষ যদি বাহ্য কোন কারণ (যেমন বস্ত্রের খারাপ স্থাপন, কোন পিন গায়ে ফুটিলে ইত্যাদি) থাকে তাহা হইলে তাহা দূর করা উচিত।

চিকিৎসা।

ক্যামোমিলা।—যখন বালকটী খুব কোমল, অজীর্ণতা বশতঃ চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, সমস্ত শরীর বেদনায় সঙ্কুচিত করিতে আরম্ভ করিলে, কিম্বা সাদা, সবুজ বর্ণের জলীয় মল নির্গত হইতে থাকিলে।

মাত্রা।—এক ঘণ্টা অন্তর।

বেলাডোনা।—যখন বিশেষ কারণ দেখা যায়না, এবং শিশু খুব খিট খিটে এবং রাগী হইয়া উঠে, প্রায়ই মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠে এবং অধিকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে থাকে।

মাত্রা।—এক ঘণ্টা অন্তর।

কফিয়া।—হঠাৎ বিশ্রাম ভঙ্গ হইলে কিম্বা বালক ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেছে অথচ ঘুমাইতে পারে না এই সমুদয় কারণ বশতঃ যদি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করে তাহাহইলে এইটী খুব উপকারী

মাত্রা।—অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর।

একোনাইট—যখন চর্ম্ম উষ্ণ বোধ হয়, অস্থিরতা থাকে। মাত্রা প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর।

নক্সভমিকা।—হঠাৎ কাঁদিয়া উঠা আরম্ভ করিলে; কোষ্ঠ বদ্ধ এবং হাত পা টানিয়া লইলে।

মাত্রা।—প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

পল্‌সেটীলা।—উদর পরিপূর্ণ থাকিলে, খারাপ খাদ্য ভক্ষণ করিলে, কোষ্ঠ বদ্ধ এবং উদরাময় থাকিলে।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

আহার প্রায় পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

বালকেরা অনেক সময় দুগ্ধ সেবন করিয়া উদর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে; এবং আবার তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলে। সেই বমি জমিয়া ঠিক দধির আকৃতি ধারণ করে। যখন প্রায়ই এইরূপ হইতে আরম্ভ হয়, শিশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা।

ইপিকাকিউয়েনা।—যখন একটী বেশী বয়স্ক বালকের ঐ ব্যায়রাম হয়, বিশেষ যখন অতিরিক্ত আহার হইতে এরূপ হইয়া থাকে তখন এই ঔষধটী ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া থাকে।

মাত্রা।—প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর।

পলসেটীলা।—যখন বমি এবং উদরাময় থাকে। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন উপকার না দর্শিলে।

মাত্রা।—প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

এণ্টিমোনিয়াম্‌ ক্রুডাম।—অতিরিক্ত উদর পূর্ণতা হইতে, খুব বেশী বমি হইলে। প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর।

ক্যামোমিলা।—খারাপ দুর্গন্ধময় উদ্গীরণ, এক গণ্ড লাল, এক গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ।

মাত্রা।—প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

কোষ্ঠ বদ্ধ।

এই ব্যায়রাম বালক দিগের প্রায়ই সচরাচর হইয়া থাকে। মাতার ব্যায়রাম থাকিলে সন্তানের প্রায়ই হইয়া থাকে। আহার কিম্বা শরীর পরিচালনার অভাব হইতে যদি ব্যায়রাম উৎপন্ন হয় তবে সামান্য যত্ন লইলেই সারিয়া যায়।

চিকিৎসা।—অপিয়ম্, ব্রাওনিয়া, মার্কিউরিয়াস্, নক্স-ভমিকা কিম্বা সালফার।

পেটের অসুখ।

কারণ।—অনেক সময়ে শিশু বালক দিগের জোলাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

খারাপ খাদ্য হইতে অজীর্ণতা হইয়া এই ব্যায়রাম উদ্ভূত হয়।

চিকিৎসা।

ক্যামোমিলা।—খারাপ খাদ্য, অম্ল, ঠাণ্ডা, কিম্বা দাঁত উঠিবার সময় মুখ লালবর্ণ হইয়া গেলে, খিট খিটে স্বভাব ব্যায়রাম, পেটের ভিতর শক্ত বোধ হইলে।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর।

রিয়াম (RHEUM.)।—যদি বালক যন্ত্রণা বশতঃ খুব চীৎকার করিতে থাকে, এবং তাহার শরীর হইতে একটী দুর্গন্ধ বহির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে এই ঔষধটী খুব উপকারী হয়।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর।

পলসেটীলা।—অজীর্ণতা বশতঃ পেটের অসুখ হইলে, ক্ষুধার অভাব, খিট খিটে স্বভাব।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর।

ইপিকাকিউয়েনা।—হটাৎ কোন খাদ্য পরিবর্ত্তন হওয়াতে যদি পেটের অসুখ হয়, প্রায়ই বমি হয়।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর।

মার্কিউরিয়স্।—যদি জলের মত রক্ত যুক্ত কিম্বা ডিমের ন্যায় দাস্ত হয়।

মাত্রা।—প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর।

দাঁতউঠিবার সময়।

শিশু দিগের এই সময়ে নানাবিধ ব্যাধি হইয়া সাধারণতঃ অত্যন্ত যাতনা দিয়া থাকে। পাঁচ কি ছয় মাস হইতেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয়। যদি বিশুদ্ধ বায়ু এবং আহারের প্রতি বিশেষ যত্ন থাকে তাহা হইলে এই দাঁত উঠিবার সময় তত কষ্ট হয় না।

চিকিৎসা।

একোনাইট।—জ্বর জ্বর বোধ হইলে, উষ্ণতা, অস্থিরতা থাকিলে। মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

ক্যামোমিলা। সামান্য গোলমালে বালক জাগিয়া উঠে, খুব পিপাসা, নিদ্রার সময় হাত পা খেঁচকান, অনেক সময়ে সর্দ্দি, পেটের অসুখ।

মাত্রা।—প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

মার্কিউরিয়াস।—যদি পেটের অসুখ না সারে।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর।

বেলাডোনা।—মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইলে যে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, যদি বালক আলো এবং গোলমাল ভয় করে। প্রত্যেক দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর।

ক্যালকেরিয়া।—বালক রুগ্ন হইয়া পড়িলে, দাঁত উঠিতে কষ্ট বোধ হইলে।

মাত্রা।—প্রত্যহ সকালে ও বিকালে।

নক্সভমিকা।—জিহ্বা স্বাদ শূন্য বোধ হইলে, খুব শক্ত বোধ হইলে, জ্বর জ্বর বোধ হইলে, দুর্বলতা হইলে।

মাত্রা।—প্রত্যহ সকালে ও বিকালে।

মূর্চ্ছা।

কারণ।—পিতা মাতার ব্যায়রাম থাকিলে শিশুতে তাহা বর্ত্তিয়া থাকে। বিশেষ দাঁত উঠিবার সময় ঐ ব্যায়রাম প্রবল হইয়া উঠে। কোনরূপ স্ফোটক ইত্যাদি শরীরে উঠিতে আরম্ভ করিলে তাহা বল পূর্ব্বক দমন করিয়া দেওয়া। কীট আঘাত বা ভয়।

লক্ষণ।—প্রায়ই বলশালী বালক বালিকাদিগের এই ব্যায়রাম হইয়া থাকে। কোন রূপ কারণ না থাকায় এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। হাত পা খেঁচকান, ও বক্র করণ, চক্ষুর তারা ডুবিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ হয়।

ইহা অনেক সময়ে কিছু কাল এবং অনেক সময়ে অধিক ক্ষণ ধরিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা রোগী অতিশয় যন্ত্রণা পায়।

আনুসঙ্গিক উপায়।—যখন কোন ডাক্তার বা বৈদ্য নিকটে থাকেনা সেই সময়ে এই ব্যায়রাম আরম্ভ হইলে এইরূপ করা উচিত। যত দূর উষ্ণ সহ্য হইতে পারে সেই পরিমাণে জল গরম করিয়া বালকের জানু পর্য্যন্ত প্রায় দশ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখা উচিত। যদি প্রথম বারে এইরূপ করিলে ব্যায়-রাম না সারে, তাহা হইলে যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না যায় ততক্ষণ ঐরূপ করিবে। যদি ঐব্যায়রামের বিশেষ কারণ কি তাহা জানিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহা তৎকালে দূর করিতে চেষ্টাই করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা।

ভয়হইতে হইলে।—অপিয়ম্ (Opium), একোনাইট্, কিম্বা বেলেডোনা।

কোনরূপআঘাত হইতে।—আর্ণিকা, সিকিউটা, কিম্বা বেলেডোনা।

অম্ল হইতে।—ক্যামোমিলা, নক্সভূমিকা, বেলেডোনা। অতিরিক্ত উদর পরিপূর্ণ কিম্বা খারাপ আক খাওয়াতে হইলে— ইপিকাক, নক্সভমিকা, পলসেটীলা।

রাগ কিম্বা অন্য কোন মানসিকবৃত্তি হইতে।—ক্যামোমিলা

কীট।—সিনা, সিকিউটা।

বালকদিগের জ্বরভাব।

চিকিৎসা।

একোনাইট।—উষ্ণ এবং শুষ্ক চর্ম্ম, অস্থিরতা, পিপাসা, নাড়ীর দ্রুত গতি।

মাত্রা।—প্রত্যেক এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর।

বেলেডোনা।—যদি মাথা গরম ও ভারি থাকে, আলো কিম্বা সামান্য গোলমালে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়।

মাত্রা।—এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর। যদি রোগী ঠাণ্ডা জল চায় তাহা হইলে তাহা দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে অনিষ্টও না হইতে পারে।

FEVERISHNESS OF CHILDREN.

বালকদিগের অসাড়তা।

প্যারালিসিস্।

বালকদিগের প্যারালিসিস্ দুই প্রকার। মস্তিষ্কের কোন রূপ উত্তেজনা বশতঃ এক প্রকার প্যারাসিলিস্ হইয়া থাকে; শরীর গত অন্য কোন রূপ উত্তেজনা হইতে আর এক শ্রেণী হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

বেলেডোনা।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কম্পন, ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ যাতনা (অঙ্গ মধ্যে); নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত।

মাত্রা।— প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে।

একোনাইট।– মুর্চ্ছার পর অসাড়তা অনুভব হইলে, নাড়ী খুব ভারী বোধ হয়, নাড়ীর গতি খুব ভারী ও অনিয়মিত-রূপ; সুঁচ বিধানের মত জ্বালা।

মাত্রা।– প্রত্যহ সকালে ও বিকালে।

নক্সভমিকা।–শরীরের উত্তাপ নষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ হইলে, কোষ্ঠ বদ্ধ।

প্লাম্বম্ – (Plumbum) ঠাণ্ডা, কম্পন; খারাপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা, দুর্ব্বলতা, হাত পা যেন টানিয়া লইয়া

যাইতেছে এরূপ বোধ হওয়া; ত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়; রোগী দুর্ব্বল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; কোষ্ঠবদ্ধ।

মাত্রা।—সকালে ও বিকালে।

(VACCINATION)

টীকা।

ছয় সপ্তাহ বয়স্ক হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত শিশুদিগের টীকা দিবার উপযুক্ত সময়। এই সময় বিশেষরূপে দেখা উচিত, শিশুদিগের পেটের অসুখ কিম্বা অন্য কোন রূপ ব্যারাম আছে কিনা।

চিকিৎসা।—যদি বালকের টীকার পর জ্বর জ্বর থাকে তাহা হইলে একোনাইট ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহার পর বেলাডোনা এবং ভেরাট্রাম ভাইড।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে আর এক বার টীকা দেওয়া উচিত। তাহা হইলে লোকে এক রূপ নিরাপদে থাকিতে পারে।

(OPTHALMIA)

চক্ষু প্রদাহ।

কারণ।—অত্যন্ত আলোতে থাকিলে, অগ্নির খুব উত্তাপে থাকিলে হয়।

চিকিৎসা।

একোনাইট্।—প্রথম অবস্থাতে খুব উপকারী হয়; শরীরে জ্বর থাকিলে, নাড়ী খুব দ্রুত।

মাত্রা।—প্রত্যেক দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর।

বেলাডোনা।—চক্ষু লাল বর্ণ হইলে।

মাত্রা।—তিনবার করিয়া প্রথম সেবন করিতে হইবে।

ক্যাক্টাস্।—লাল বর্ণ, আঁধার আঁধার বোধ হওয়া, চক্ষুর দুর্ব্বলতা।

মাত্রা।—প্রত্যহ তিনবার।

স্পিজিলিয়া।—চক্ষুতে খুব আঁধার বোধ হইলে, চক্ষু নাড়িতে খুব কষ্ট বোধ হইলে।

মাত্রা।—প্রত্যহ তিনবার।

জেলসিমিনাম।—চক্ষু শুষ্ক বোধ হইলে; অস্পষ্ট সমুদয় দেখিলে, চক্ষু মধ্যে যাতনা; চক্ষুর পাতা খুব ভারী বোধ হইলে।

মাত্রা।—প্রত্যহ তিনবার।

হেমামেলিস্।—চক্ষু মধ্যে অস্বাভাবিক যাতনা।

মাত্রা।—পূর্ব্ববৎ।

আর্ণিকা।—কোন রূপ আঘাত হইতে উৎপন্ন হইলে

আর্ণিকার লোসন্ ব্যবহার করিলে খুব উপকার হইয়া থাকে।

মাত্রা।—(সেবন) প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

ব্যবহার।—দুই চাম্চা পরিমাণ জল মধ্যে পাঁচ ফোঁটা আরক দিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না যাতনা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা দূরীভূত হয় সে পর্য্যন্ত ব্যবহার করা উচিত।

সালফার।—আর্ণিকার পর সালফার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মাত্রা।—প্রত্যেক ছয় ঘণ্টা অন্তর।

WEEPING OR WATERY EYE

চক্ষু দিয়া জল পড়িলে।

চিকিৎসা।

ইউফ্রেসিয়া, স্পিজিলিয়া।—কোন রূপ বিশেষ কারণ হইতে উত্থিত হইলে।

মাত্রা।—প্রত্যহ সকালে ও বিকালে।

সিপিয়া ও সালফার।—পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রকার কারণ না থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে খুব উপকার হইয়া থাকে।

মাত্রা।—প্রত্যহ সকালে ও বিকালে।

TIPHUS FEVER

টাইফাস্ ফিভার।

এই জ্বর এক প্রকার বিষ হইতে উৎপন্ন হয়। ১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই সচরাচর এই প্রকার জ্বর হইয়া থাকে। যদিও ৪৫।৫০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের এই প্রকার জ্বর হইতে দেখা গিয়াছে।

কারণ।—অধিকক্ষণ ঠাণ্ডায় থাকিলে বা ভিজিলে, সাধারণ লোকের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, অধিকক্ষণ ধরিয়া ক্লান্তি অনুভব হইলে; জনতা মধ্যে এবং খারাপ স্থানে ভ্রমণ করিলে, ধনী কিংবা মধ্যবৃত্তি লোকদিগের মধ্যে ইহা খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ।—খুব ক্লান্তি অনুভব হয়, মাথা ধরা, ক্ষুধা মান্দ্য, ঠাণ্ডা, কোন প্রকার গরম করিলেও ঐ ঠাণ্ডা দূর হয় না, কোন রূপ মানসিক কিংবা শারীরিক পরিশ্রম করা যায় না; জিহ্বা শুষ্ক, ঠাণ্ডা জল ভিন্ন কিছুতেই রুচি থাকে না, বমি, কোষ্ঠ বদ্ধ, নিদ্রা হয় না কেবল অস্থিরতা, রোগী অজ্ঞানাবস্থায় থাকে যদিও জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতে পারে। হাত, পা, জিহ্বা প্রভৃতির কম্পন, মন একটী বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত থাকে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লোপ হইতে আরম্ভ হয়; স্মৃতি শক্তি হত হইয়া পড়ে, কেবল গোলমাল অনুভব হয়; পঞ্চম দিবসে সমুদয় শরীর দিয়া স্ফোটক সমুদয় বহির্গত হইয়া পড়ে। নাড়ীর গতি ১০০।১২০ পর্য্যন্ত। এবং ইহা থারমামেটার দ্বারা

অনুভব করা যাইতে পারে। রোগী পৃষ্ঠদেশ ঠেশ দিয়া শুইয়া থাকে; একেবারে নিরাশ্রয় বোধ হয়; অলক্ষিত ভাবে মূত্র বহির্গত হইয়া থাকে, জিহ্বা কাল, কঠিন, বধিরতা; চতুর্দ্দশ কিংবা পঞ্চদশ দিবসে এই জ্বর লোপ পায়। ফুসফুস্ প্রদাহ প্রভৃতি এই ব্যারাম দ্বারা উৎপন্ন হইতেপারে।

চিকিৎসা।

ব্রাওনিয়া।—সমুদয় শরীরে যাতনা, কোন অবস্থাতেই দূরীভূত হয় না; খুব যাতনা দায়ক মাথাধরা, চক্ষুর পরিবর্ত্তন, কমিলে বৃদ্ধি হয়; মাথা দিয়া অগ্নি সদৃশ উত্তাপ বহির্গত হইতে থাকে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভারিত্ব বোধ হওয়া। রোগী নিদ্রিতা-বস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া থাকে, স্বাদ খুব খারাপ, বমি, জিহ্বা শুষ্ক এবং পীতবর্ণ; কোষ্ঠ বদ্ধ। যদি ব্রাওনিয়া ব্যবহারে উপকার বোধ না হয় তাহা হইলে সিমিসিফিউগা দেওয়া উচিত।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

সিমিসিফিউগা।—জ্বর জ্বর বোধ হওয়া, উদর ক্রমে নিস্তেজ হইতেছে এরূপ বোধ হওয়া, হাত পা প্রভৃতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে জ্বালা অনুভব।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

রস্।—ঠাণ্ডা, সমুদয় শরীর জ্বালা, জিহ্বা কাটিয়া যাওয়া, বিরক্ত বোধ, বমির প্রতি ইচ্ছা, গলা পিট টানিয়া ধরা, হাত পা প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ কম্পন।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

ভেরাটাম্ ভিরাইড্।—ঠাণ্ডা এবং বমি, নাড়ী ১০০ শতের উপরে এবং ক্ষীণ; বিরক্তি বোধ, মাথাধরা, চক্ষুর দৃষ্টির কম, দুর্ব্বলতা এবং অস্থিরতা, সমুদয় শিরা কম্পন, জিহ্বা শুষ্ক, কোষ্ঠবদ্ধ।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

জেলসিমিনাম্।—উত্তেজনা কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে, মাথার একরূপ নূতন ভাব বোধ হইলে, এমন কি কোন বিশেষ অঙ্গাদির অসাড় হইয়া পড়িলে।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

বেলাডোনা।—মাথাধরা এবং ঠাণ্ডা, লালবর্ণ উষ্ণ মুখ, গলার শিরার কম্পন, চক্ষু লাল; ভয়ানক দৃষ্টি, চতুর্দ্দিক অসুস্থভাবে নিরীক্ষণ, গুলি করার মত বেদনা মাথায় অনুভব হওয়া; অজ্ঞানতা; মূর্চ্ছা; ঠোঁট পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হওয়া, মুখের পাশে ঘা হওয়া, লালবর্ণের শুষ্ক জিহ্বা; ত্বক শুষ্ক এবং উষ্ণ; অত্যন্ত পিপাসা, গিলিতে কষ্ট বোধ হয়, উদরে টান বোধ হওয়া, কোষ্ঠ বদ্ধ, অতি সামান্য লালরঙ্গের মূত্র; ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস; নাড়ীর গতি দ্রুত।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

এসিড্ মিউরিয়েটিক্।—দুর্ব্বলতা, যেন বিছানায় মিশিয়া যায়, নিদ্রিতাবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করা, জিহ্বার কার্য্য একেবারে বন্ধ হওয়া, এমন কি রোগী একেবারে কথা বলিতে পারে না, মুখ শুষ্ক বোধ হওয়া।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

এসিড্ ফসফোরিক।—অজ্ঞানাবস্থায়, জাগিয়া থাকিয়াও অজ্ঞান বোধ হওয়া, ঘুণ ঘুণ করিয়া কথা বলা এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকা।

মাত্রা।—তিন ঘণ্টা অন্তর।

আনুসঙ্গিক উপায়।—গৃহ খুব প্রশস্ত হওয়া উচিত; সমুদয় কাপড়চোপড় দূরে রাখা কর্ত্তব্য। সমুদয় দিনরাত্রি যাহাতে বাতাস খেলে এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য। ৬০ ডিগ্রীর উপর গৃহের উত্তাপ থাকা উচিত নহে। বিছানার চাদর এবং শরীরের বস্ত্র প্রত্যহ পরিবর্ত্তন করা উচিত। গরম জল দিয়া রোগীর শরীর প্রত্যহ মুছাইয়া দেওয়া উচিত। রোগীকে একাকী রাখা খুব দরকার। এমন কি রোগীর জীবন ঔষধ অপেক্ষা আনুসঙ্গিক উপায় এবং শুশ্রূষার উপর বেশী নির্ভর করে।

শীতল জল, জল দিয়া বারলি, লিমনেড্, এবং বরফ সদা-সর্ব্বদা নিকটে রাখা উচিত।

চায়না।—দুর্ব্বলতা এবং ঘর্ম্ম থাকিলে, সালফারের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মাত্রা।—প্রত্যেক বার ঘণ্টা অন্তর।

আনুসঙ্গিক উপায়।—জ্বর সারিয়া গেলে এবং রোগীর উঠিবার শক্তি হইলে তাহাকে গৃহান্তরে রাখা কর্ত্তব্য। সেই ঘরে যাহাতে পবিত্র বায়ু যাইতে পারে এরূপ করা উচিত।

আস্তে আস্তে গাড়ীতে এবং ভ্রমণ করিয়া শরীর পরিচালনা করা আবশ্যক। যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এরূপ চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক। শরীরের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

TYPHOID FEVER

টাইফয়েড্ ফিভার।

কেবল গরিব লোকদিগের যে এই ব্যায়রাম হয় এরূপ নহে, সকল অবস্থার লোকদিগেরই এই ব্যায়রাম হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার চিকিৎসা এবং নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

কারণ।—এই সমুদয় কারণ প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট এবং তাহাদিগের রক্ষার উপায় আছে। নরদামা হইতে দূষিত গ্যাস।

লক্ষণ।—মাথাধরা, ক্ষুধা মান্দ্য, পিপাসা এবং বমি; চর্ম্ম ঠাণ্ডা এবং জলযুক্ত; নাড়ীর গতি খুব দ্রুত; নিদ্রার অভাব এবং অস্থিরতা; রোগীকে যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহারই উত্তর দিয়া থাকে এবং উত্তর দিবার সময় জিহ্বা বাহির করিয়া থাকে।

আরোগ্য।—অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে এবং কিছুতেই সহজে পরিবর্ত্তন অনুভব করা যায় না। জ্বর প্রায়ই ফিরিয়া হয়; মৃত্যু হঠাৎ অজ্ঞাতাবসারে হইতে পারে। ব্যায়রামের

পর তিন চারি মাস পর্য্যন্ত কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না।

চিকিৎসা।

ব্যাপটীসিয়া।—ঠাণ্ডা রাত্রিতে গরম বোধ হওয়া, ভারি এবং বিরক্ত বোধ হওয়া, কিছুতেই আমোদ বোধ হয় না, জ্ঞানশূন্যতা, ভয়াবহ স্বপ্ন দেখা, জিহ্বা শুষ্ক ও লাল। খুব ঘর্ম্ম এবং জোরে নিশ্বাস প্রশ্বাস।

মাত্রা।—প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

ভেরাট্রম ভিরাইড্।—কিছু কাল মাথা নুয়াইয়া থাকিয়া পরে পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব। বমির উদ্যোগ অথচ বমি না হওয়ায় নাড়ীর গতি খুব দ্রুত; উদরের অসুখ।

মাত্রা।—প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

জেলসিমিনাম।—উত্তাপ এবং মস্তিষ্কের উত্তেজনা, জ্ঞান শূন্যতা, চক্ষু কোঠর স্থিত হওয়া, খুব ঘর্ম্ম হওয়া, রোগী ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

বেলাডোনা।—ক্রমাগতঃ ঠাণ্ডা ও গরম বোধ হওয়া, চেহারা লাল হইয়া যায়; গলা কাঁপা, সামান্য আলোতে কষ্ট বোধ হয়। কানে গোলের শব্দ শুনা যায়; যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে; মাথায় বেদনা, মূর্চ্ছা।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

মিরিয়েটীকএসিড্।—জ্বর কম্পন অনুভব হওয়া,

নিদ্রিতাবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করা, অনবরতঃ জাগিয়া উঠা, জিহ্বা শুষ্ক, অজ্ঞাতাবস্থায় মূত্র পরিত্যাগ।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

ষ্ট্রামোনিয়াম্।—বেলাডোনা যে সমুদয় লক্ষণে প্রয়োগ করা উচিত সেই সমুদয়ের সহিত হাত পা প্রভৃতি অঙ্গাদি কম্পন, শরীরে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ, মূত্র বন্ধ।

মাত্রা। — প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর।

হায়স্ সিয়েমাস্।—বেলেডোনার লক্ষণানুসারে প্রয়োগ; বিশেষ নাড়ীর গতি খুব সজোর, ত্বকের উত্তাপ, কাঁটা ফুটানের মত যাতনা অনুভব হইলে, অনবরত জ্ঞান শূন্যতা।

মাত্রা।—প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর।

ব্রাওনিয়া। —মাথার খুব বেদনা, এমন কি মস্তিষ্ক ফাটিয়া বাহির হইয়া যাইবে এরূপ বোধ হইলে, মাথা ও মুখ জ্বালা, অজ্ঞানতা, বুক এবং উদর যাতনা, পিপাসা, তৎপর বমি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয়ে জ্বালা, কাশী এবং নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট অনুভব।

মাত্রা। প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

নাইট্রীক এসিড্। —রক্তের অভাব, মুখ এবং কণ্ঠ নালীতে সাদা সাদা ফোটক, সামান্য চাপদিলে ছলপেটে বেদনা, সবুজ রঙ্গের মল, ভিতরে ক্ষত, প্রস্রাব করিতে যাতনা অনুভব।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

ফস্ফোরাস্।—জিহ্বা শুষ্ক, ত্বক্ উত্তাপ সংযুক্ত, নাড়ীর গতি খুব দ্রুত, কষ্টের সহিত নিশ্বাস পরিত্যাগ, উৎসুকতা, তলপেটে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, মাথা কম্পন সমুদয় গোলোযোগময় বোধ হওয়া।

মাত্রা।—প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর।

আর্সেনিক।—অনেক স্থানে যখন কিছুমাত্র আশা নাই সেই সমুদয় স্থলে ইহা প্রয়োগ করিলে খুব উপকার বোধ হয়।

চোয়াল খসিয়া পড়া, চক্ষু কাচের ন্যায় হওয়া, বমি করিতে ইচ্ছা, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, অস্থিরতা।

মাত্রা।—প্রত্যেক ঘণ্টা বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর।

আনুসঙ্গিক উপায়।—প্রধান উপায়;-পরিষ্কার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন। ঠাণ্ডা বা গরম অন্ধকার গৃহে বাস করা উচিত নহে; নরদমা যাহাতে বদ্ধ না থাকে, স্বাস্থ্যকর আহার;মাদক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ করা; অধিক রাত্র জাগরণ উচিত নহে; মন খুব প্রফুল্ল রাখা উচিত; বেশী মানসিক কিম্বা শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত নহে।

অগ্নি কিম্বা খালি জানালার নিকট রোগীর বিছানা রাখা উচিত নহে।

প্রতিষেধক ঔষধ।—ভেরাট্রাম্ ভিরাইড, ব্যাপটিসিয়া, রাস, কিম্বা ব্রাওনিয়া।

মাত্রা।—রাত্রে এবং সকাল বেলা সেবন করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ শরীর জল দিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

(INTERMITTENT FEVER.)

অবিরাম জ্বর।

নানা প্রকার পুরাতন ব্যাধির সমবায়ে এই ব্যাধির উৎপন্ন হইয়া থাকে। আক্রমণ কালে ইহা ঠিক নূতন একটী ব্যাধির ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে এবং ঠিক পুরাতন ব্যাধির ন্যায় প্রত্যেক সময়েই হইবার সম্ভাবনা থাকে।

লক্ষণ। —(১) ঠাণ্ডা এবং শীতলভাব, (২) উষ্ণতা (৩) ঘর্ম্ম, তাহার পর কিয়ৎক্ষণ বেশ ভাল থাকা যায়।

এই জ্বর অধিক দিন ধরিয়া থাকে। যে ব্যক্তির একবার এই ব্যায়রাম হইয়াছে সে যদি ইহা সমূলে বিনষ্ট না করে, তাহা হইলে পুনঃপুন এই ব্যায়রামগ্রস্থ হইয়া কষ্ট পাইতে পারে।

বিশেষ লক্ষণ সমুদয়—

১। ঠাণ্ডা সময়—শীতলত্ব, শীতল জল যেন পৃষ্ঠ দেশে প্রবাহিত হইতেছে এরূপ বোধ হওয়া, বুক এবং উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; বাহিরে এবং ভিতরে কম্পন, দন্ত কড়মড় শব্দ; অতি কষ্টে এবং দ্রুতবেগে নিশ্বাস পরিত্যাগ; সম্পূর্ণ নিশ্বাস লইতে অপারগ; বুকে বেদনা, মস্তকে যাতনা, নিদ্রালু, জিহ্বা জলযুক্ত, চক্ষু খুব ভারি এবং কোঠরস্থিত, নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ, কখন বা ধীরে ধীরে কখন বা সজোরে প্রবাহিত হয়; শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বেশী তথাচ রোগী

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। এক ঘণ্টা হইতে ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই ঠাণ্ডা অবস্থা থাকে।

২। উত্তাপিত অবস্থা।—উত্তাপযুক্ত শুষ্ক ত্বক্, পিপাসা, বুকে বেদনা, খুব ঘনঘন উৎসুকতাযুক্ত নিশ্বাস, মস্তকে খুব বেদনা, প্লীহা এবং লিভার, অনেক সময়ে মস্তিষ্কের বেদনাও থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা হইতে বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকে।

৩। ঘর্ম্মাবস্থা।—উত্তাপ অপনয়ন হইলে, যথেষ্ট ঘর্ম্ম হইতে থাকে, কপালে এবং পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যেমন ঘর্ম্ম হওয়া আরম্ভ হয় অন্যান্য সমুদয় লক্ষণ দূরীভূত হইয়া থাকে এবং রোগী যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম অনুভব করে।

কারণ।—জঙ্গলা প্রদেশেই ইহা হইয়া থাকে, এবং বাটীর সন্নিকট খারাপ জল থাকিলে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রৌদ্রে থাকিলে কিংবা রাত্রিতে বাহিরে শুইয়া থাকিলে, এবং বর্ষাকালে এই ব্যায়রাম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—চায়না, সিন্‌কোনা এই ঔষধ দুটী অনেক সময় বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। যদি ঠাণ্ডা খুব বেশী এবং বিস্তৃত থাকে, এবং হঠাৎ আসে, প্রত্যেক অবস্থাতে রোগী অত্যান্ত কষ্ট পায়, পিপাসার পরিবর্ত্তন, একেবারে ক্ষুধা